NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

২ দিঘা, শঙ্করপুর করিডরে গড়বে আধুনিক ম্যাটেরিয়াল রিকভারি ফেসিলিটি

আগামী দিনে যাত্রাপালা আসবে শ্বশুর কেন বাবা: শমীক ভট্টাচার্য ২

কলকাতা ১ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.12.2025, Vol.19, Issue No. 170, 8 Pages, Price 3.00

রাঁচিতে কিং কোহলির শতরান। ওয়ানডে-তে ৫২তম সেঞ্চুরিতে শচিনকে ছাপিয়ে গেলেন কোহলি, ছক্কার নজিরে টেক্কা দিলেন পন্টিংকেও। দীর্ঘ ৯ মাস পর বিরাট কোহলির ব্যাটে এল সেঞ্চুরি।

আজ শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর: আজ শুরু হচ্ছে শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে রবিবার সংসদে সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে কেন্দ্র। প্রথামাফিক এই বৈঠকে অধিবেশনের সম্ভাব্য কার্যসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। বিরোধী দলগুলির সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তাদের তরফে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ছাড়াও দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়েও আলোচনার দাবি জানানো হয়েছে। অন্য দিকে, কেন্দ্রের তরফে অধিবেশন সুষ্ঠু ভাবে চালানোর জন্য বিরোধী দলগুলির সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

আজ থেকে সংসদে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ছুটির দিনগুলি বাদ দিলে মোট ১৫ দিন অধিবেশন চলবে। সাধারণত শীতকালীন অধিবেশন ২০ দিন ধরে চলে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলি। সর্বদল বৈঠকের পর কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ দাবি করেন, কেন্দ্রের এনডিএ সরকার শীতকালীন অধিবেশনের সময় কমিয়ে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থাকে খর্ব করতে চাইছে।

শীতকালীন অধিবেশনে ১৪টি বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্র। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল 'অ্যাটমিক এনার্জি বিল, ২০২৫'। এই বিলে দেশের পরমাণু শক্তি ক্ষেত্রও বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পরমাণু শক্তি আইন, ১৯৬২ মেনে এত দিন পরমাণু শক্তি ক্ষেত্র পুরোপুরি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সবটাই দেখত পরমাণু শক্তি দপ্তর (ডিএই)।

সর্বদল বৈঠকে ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। গৌরব ছাড়াও কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়রাম রমেশ এবং প্রমোদ তিওয়ারি। আরজেডি-র তরফে মনোজ ঝা, তৃণমূলের তরফে ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌরব বলেন, 'আমরা বৈঠকে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা চেয়েছি। দিল্লির বিস্ফোরণ প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ব্যর্থ। দ্বিতীয় বিষয় হল দেশের গণতন্ত্রের সুরক্ষা। ভোটার তালিকার এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। আমাদের তৃতীয় দাবি হল স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা। দেশের প্রতিটি প্রান্তে বায়ুদূষণ বাড়ছে।'

এসআইআরের সময়সীমা বৃদ্ধি

তালিকার স্বচ্ছতায় বাড়ল এক সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলমান বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়ার সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়ালো নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে শুনানি ও চূড়ান্ত প্রকাশ, সমস্ত ধাপেই অতিরিক্ত সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। এতে তালিকার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও ভোটার, উভয় পক্ষই বাড়তি সুযোগ পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কমিশনের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, বাড়ি-বাড়ি গণনা (এনুমারেশন) ও ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের কাজ এখন ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। আগে এই ধাপটি ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখও এক সপ্তাহ পিছিয়ে ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ করা হয়েছে।

খসড়া তালিকা প্রকাশের পর অভিযোগ ও আপত্তি জানানোর সময়সীমা বাড়িয়ে ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ করা হয়েছে, যা আগের নির্ধারিত সময়ের তুলনায় এক সপ্তাহ বেশি। একই সময়ে শুনানি, যাচাই, বাছাই এবং দাবি, আপত্তি নিষ্পত্তির কাজ চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। ফলে ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য আরও বিস্তৃত সময় মিলবে।

ভোটার তালিকার মান যাচাইয়ের অংশ হিসেবে 'হেলথ প্যারামিটার' পরীক্ষা ও কমিশনের চূড়ান্ত অনুমোদনের শেষ তারিখও এক সপ্তাহ পিছিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। সবশেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রকাশ করা হবে, আগের সময়সূচি অনুযায়ী তা ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। তবে যোগ্যতার নির্ধারিত তারিখ ১ জানুয়ারি ২০২৬ অপরিবর্তিত থাকবে। নির্বাচন কমিশনের দাবি, সময়সীমা বৃদ্ধি করলে এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা আরও শক্তিশালী হবে, এবং ভোটারদের তথ্য হালনাগাদের ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য বা ত্রুটি থেকে যাবে না।

'আমাদের দাবিই সত্যি প্রমাণিত'

■ রবিবার বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় আরও বাড়াল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এরপরই সাংবাদিক সম্মেলনে কমিশনকে কার্যত একহাত নিলেন রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পার্থ ভৌমিকদের বক্তব্য, 'প্রমাণিত হল যে তৃণমূল এতদিন ধরে যা বলছিল, তা যুক্তিগ্রাহ্য। সেই কারণেই তো নির্বাচন কমিশন এই সময়সীমা বাড়াতে বাধ্য হল।' এরপরও চন্দ্রিমার প্রশ্ন, 'কিন্তু তাড়াহুড়োয় কাজ করতে গিয়ে যে ৪০ জনের মৃত্যু হল, তার দায় কে নেবে?' রবিবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, এসআইআরের প্রক্রিয়া হিসেবে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন ৪ ডিসেম্বর নয়, ১১ তারিখ। খসড়া ভোটার তালিকা ৯ ডিসেম্বরের বদলে ১৬ তারিখ এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনও পরিবর্তিত হয়েছে। আগামী বছরের ৭ ফেব্রুয়ারির বদলে ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে সেই তালিকা। সময়সীমা বাড়ানোয় কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন বিএলও-রা। এনিয়ে রবিবার বিকেলে তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সাংসদ পার্থ ভৌমিকের প্রতিক্রিয়া, 'তৃণমূল এসআইআরের বিপক্ষে নয়, কিন্তু পদ্ধতির বিপক্ষে। বারবার আমরা বলেছিলাম, এই কাজ ২ মাসে হয় না। আজ কমিশন সেই সময়সীমা বাড়িয়ে দিল। তাহলে প্রমাণিত হল তো যে আমরাই সঠিক কথা বলছিলাম।'

ট্রাম্পকে খোঁচা জয়শংকরের

আমেরিকা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন শর্তাবলী নির্ধারিত করছে। এক একটি দেশের সঙ্গে এক একরকম ভাবে আচরণ করছে। আলাদা আলাদা শর্ত চাপাচ্ছে।

—জয়শংকর

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর: ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে জটিলতা অব্যাহত। তার মধ্যেই এবার নাম না করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খোঁচা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিনি বলেন, 'বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি ক্রমশ ছাপিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতিকে।' পাশাপাশি, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসনের ভূমিকারও সমালোচনা করেছেন তিনি।

শনিবার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আইআইএম কলকাতায় এসেছিলেন জয়শংকর। তিনি বলেন, 'আমেরিকা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন শর্তাবলী নির্ধারিত করছে। এক একটি দেশের সঙ্গে এক একরকম ভাবে আচরণ করছে। আলাদা আলাদা শর্ত চাপাচ্ছে।'

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে বন্ধ দরজার আড়ালে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে লাগাতার আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনা সফল হয়েছে বলে ইঙ্গিতও মিলছে দু'তরফ থেকে। হোয়াইট হাউসের অধীশ্বর হওয়ার পরই বিশ্বব্যাপী শুল্কযুদ্ধের ঘোষণা করেন ট্রাম্প। সেই তালিকায় বাদ ছিল না ভারতও। সব মিলিয়ে বেশ কিছু ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপান তিনি। যদিও ঘরোয়া বাজারে চাপের মুখে সুর নরম করেছে আমেরিকা। আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে যেতে চাইছে দু'পক্ষই। কিন্তু এখনও কাটেনি জটিলতা। এহেন পরিস্থিতিতে নাম না করে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করলেন জয়শংকর।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শংকর বলেন, 'আমরা এমন একটি যুগে বসবাস করছি, যেখানে রাজনীতি ক্রমশ অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। এই অনিশ্চিত বিশ্বে আমাদের জাতীয় চাহিদা পূরণের জন্য সরবরাহের উৎসগুলিকে ক্রমাগত বৈচিত্র্যময় করে তুলতে হবে। ভারত আত্মনির্ভর হওয়ার পথে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশ বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।' এরপরই নাম না করে ট্রাম্পকে নিশানা করেন তিনি।

প্রথম কেন বঙ্গে, প্রশ্ন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনের নাম বদলে 'লোকভবন' রাখা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে ভবনের মূল ফলকেও নতুন নামটি বসানো হয়েছে। তবে এই পদক্ষেপে রাজ্য সরকারের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

দীর্ঘদিন ধরে রাজভবনের কিছু কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে সমান্তরাল শাসনের অভিযোগ শোনা গিয়েছে। পূর্ববর্তী রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমোদনকে তুচ্ছ করতেন। সেই ধারাবাহিকতায় নতুন রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোসও পদগ্রহণের পর একই রীতিতে কাজ

রাজভবনের নামবদল

করছেন।

নাম পরিবর্তনের পর তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শাসক দল। তাদের দাবি, 'রাজভবনকে লোকভবন করা হয়েছে। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে কি এই পদক্ষেপ বাংলাতে প্রথম করা হলো, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত বহন করছে কি? এমনটি কি দেখাচ্ছে যে রাজ্যপাল সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে চাইছেন?' রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানান, ২০২৩ সালের ২৭ মার্চ রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর অনুমোদনক্রমে রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে প্রতীকী চাবি তুলে দিয়েছিলেন। সেই সময়ই 'জন রাজভবন' উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল রাজভবনকে সাধারণ মানুষদের কাছে আরও খোলা ও মানবিকভাবে উপস্থাপন করা।

লক্ষ্য ধরা হয়েছে।

রাজভবনের এক্স হ্যান্ডলের নামও একই সঙ্গে পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজ্যপালের পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত' ভাবনাকে সামনে রেখে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এদিন রাজনৈতিক দলগুলির সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যপাল বলেন, 'গণতন্ত্রে জনগণই সর্বোচ্চ এবং কোনও রাজনৈতিক দল জনগণের ঊর্ধ্বে নয়। রাজ্যপালের অনুরোধে রাষ্ট্রপতি যখন জন রাজভবনের প্রতীকী চাবি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন, তখন বাংলা থেকে এই উদ্যোগ আসে। বাংলার এই উদ্যোগ এখন একটি জাতীয় মডেলে পরিণত হয়েছে । বাংলার মানুষ এতে আনন্দিত এবং বাংলার রাজনীতি বাংলার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়।'

পাক মদতে গ্যাংস্টার থেকে সন্ত্রাসী, পুলিশের জালে তিন

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর: দিল্লির পার্শ্ববর্তী তিন রাজ্যে হানা দিয়ে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে হানা দেন তদন্তকারীরা। ওই অভিযানেই পাকড়াও করা হয় তিন সন্দেহভাজনকে। এই তিন জনকেই পাকিস্তান থেকে মদত জোগানো হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। ধৃতেরা পাকিস্তানের মদতে গ্যাংস্টার থেকে সন্ত্রাসী হয়ে উঠেছিল বলে দাবি করা হচ্ছে।

গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেলের তিনটি পৃথক দল তিন রাজ্যে হানা দেয়। ওই অভিযানে পঞ্জাব থেকে পাকড়াও করা হয় হরগুণপ্রীত সিংকে। মধ্যপ্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বিকাশ প্রজাপতিকে। উত্তরপ্রদেশের বিজনৌর থেকে ধরা পড়েন আরিফ। এই তিন জনের সঙ্গে পাকিস্তানের কার যোগাযোগ ছিল, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে এই তিন ধৃতের সঙ্গে পাকিস্তানের গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টির যোগাযোগ ছিল। যদিও দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেলের তরফে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু জানানো হয়নি। শুক্রবারই গ্যাংস্টার আনমোল বিশ্নোই আদালতে দাবি করেন, এই শাহজাদ তাঁকে খুনের হুমকি দিয়েছেন। তাঁর প্রাণ সংশয় রয়েছে বলেও আদালতে জানান আনমোল। তাঁর আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেন, পাকিস্তানের গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টি আনমোলকে খুনের হুমকি দিয়েছেন। তাই তাঁর প্রাণ সংশয় রয়েছে। তার পরেই ২০০৮ সালের এনআইএ আইনের ১২ নম্বর ধারা মেনে পটিয়ালা হাউস কোর্টের বদলে এনআইএ-র সদর দপ্তরে শুনানি করে বিচারক প্রশান্ত শর্মা।

অন্যদিকে ফরিদাবাদের 'ডক্টর মডিউল'-এর খোঁজে এবার দেশের রাজধানীর বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে তত্ত্বতালাশ শুরু করল দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যেই হাসপাতালগুলিকে নোটিস পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ। যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছে, তাদের সংস্থায় কর্মরত এমন কোনও ডাক্তার রয়েছেন কি না, যাঁরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও চিন থেকে ডাক্তারি শিক্ষা নিয়েছেন। দিল্লি পুলিশের সূত্র মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী, যে নোটিস এদিন জারি করা হয়েছে তাতে হাসপাতালগুলিকে দ্রুত এমন ডাক্তারদের সবিস্তার তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত, তাঁদের নাম এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য জমা দিতে হবে।

মোদীর 'মন কি বাতে' রামমন্দির থেকে সংবিধান

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর: জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক ভাষণ 'মন কি বাতে'র সাম্প্রতিকতম অনুষ্ঠানে তাঁর গলায় শোনা গেল রাম মন্দিরের কথা। ২৫ নভেম্বর, অযোধ্যার রাম মন্দিরে ধর্মধ্বজা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী। একই দিনে কুরুক্ষেত্রের জ্যোতিসরে পঞ্চজন্য স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করা হয়। এবার সেই কথাই উঠে এল 'মন কি বাতে'র ভাষণে।

মন কি বাতের আগের পর্বেও মোদীর মুখে ছিল বন্দেমাতরমের কথা। ভারতের জাতীয় স্তোত্র 'বন্দেমাতরম'-এর এবার দেড়শো বছর। 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১২৭তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রদ্ধা জানান এই অমর সৃষ্টিকে। এদিনের পর্বেও তাঁর ভাষণে ছিল বন্দেমাতরমের কথা। পাশপাশি, মোদীর মুখে ছিল ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমসের কথা। তিনি বলেন, 'ক্রীড়া জগতেও ভারত দ্রুত অগ্রগতি করছে। কিছুদিন আগে ঘোষণা করা হয় যে ভারত কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করবে। এই সাফল্য দেশ এবং দেশবাসীর।'

রবিবার মন কি বাতের সাম্প্রতিকতম পর্বে মোদীর মুখে শোনা গিয়েছে রাম মন্দিরের কথা। একই সঙ্গে ছিল সংবিধান দিবস এবং বন্দেমাতরমের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'নভেম্বর মাস অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছে। কয়েকদিন আগে, ২৬ নভেম্বর,

সংবিধান দিবস উপলক্ষে সংসদের কেন্দ্রীয় হলে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বন্দে মাতরমের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী এক বিশাল অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ২৫ নভেম্বর, অযোধ্যার রাম মন্দিরে ধর্মধ্বজা উত্তোলন করা হয়েছিল। একই দিনে, কুরুক্ষেত্রের জ্যোতিসর-এ পঞ্চজন্য স্মারক উদ্বোধন করা হয়েছিল।'

আগামী বছর তামিলনাড়ুতে ভোট। মোদীর মন কি বাতে একটু ছোঁয়া ছিল দক্ষিণের এই রাজ্যের। মোদী বলেন, 'জি-২০ সম্মেলনের সময়, আমি দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতিকে নটরাজের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি উপহার দিয়েছিলাম। এটি চোল-যুগের শিল্পের একটি চমৎকার উদাহরণ, যা তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত।'

সাম্প্রতিক অতীতে বিরোধী দলের মুখে বার বার উঠে এসেছে সংবিধান রক্ষার কথা। বিজেপি-র বিরুদ্ধে বার বার সংবিধানকে আক্রমণের অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। তাই মন কি বাত অনুষ্ঠানে মোদীর মুখে সংবিধান দিবসের কথা শোনা গিয়েছে।

কোচবিহার সফরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মাসে কোচবিহার সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন পর রাসমেলা ময়দানে জনসভা করার কথা তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। জানা গিয়েছে, আগামী ৯ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার সকালে কোচবিহার পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাসমেলা ময়দানে বড়সড় জনসভার আয়োজন করা হচ্ছে। পরে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করতে পারেন। তবে সেই সূচি এখনও চূড়ান্ত নয়। জেলা নেতৃত্বের মতে, এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর এই জনসভা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। এনিয়ে কী বক্তব্য দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেদিকে নজর রাজনৈতিক মহল থেকে আমজনতা সকলেরই।

দিঘা, শঙ্করপুর পর্যটন করিডরে গড়ে উঠবে আধুনিক ম্যাটেরিয়াল রিকভারি ফেসিলিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিঘা উপকূলকে আবর্জনা মুক্ত করতে অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। সমুদ্র ও সৈকত থেকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য দিঘা, শঙ্করপুর পর্যটন করিডরে একটি আধুনিক ম্যাটেরিয়াল রিকভারি ফেসিলিটি (এমআরএফ) চালুর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দিঘা-শঙ্করপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিএসডিএ) সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন বছরের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে এটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে এই মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানোর সুযোগও রাখা হয়েছে।

দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যটনের মরশুমে দিঘায় প্রায় ৩০ টন মিশ্র বর্জ্য তৈরি হয়; হোটেল, খাবারের দোকান, বাজার এবং সারা বছর পর্যটকদের ভিড়ে এই আবর্জনার চাপ আরও বাড়ে। নতুন এমআরএফ চালু হলে উপকূলের সৈকত ও আবাসিক এলাকায় বর্জ্য জমে থাকাও রোধ করা যাবে। নিয়মিত বর্জ্য বাছাই, প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহারই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

ডিএসডিএ জানিয়েছে, ১.৯৪ একর জমির উপর থাকা এই কেন্দ্রে এমআরএফ শেড, আধুনিক যন্ত্রপাতি, অফিস ব্লক এবং ৫০ এমটি ওয়েব্রিজ থাকবে। সংগৃহীত সমস্ত বর্জ্য সরাসরি এই কেন্দ্রে পাঠানো হবে। নির্বাচিত সংস্থাকে পুরো কেন্দ্রটি ২৪ ঘণ্টা পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য পাঠাতে হবে অনুমোদিত রিসাইক্লিং ইউনিটে, আর দাহ্য বর্জ্য পাঠানো হবে সিমেন্ট কারখানা বা ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্লান্টে।

ডিএসডিএ সূত্রের খবর, বর্জ্য আনা নেওয়া ও প্রক্রিয়াকরণের রিয়েল-টাইম নজরদারির জন্য তৈরি করতে হবে একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ। সর্বাধিক পুনর্ব্যবহার ও পুনরুৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং নিয়মিত ম্যাটেরিয়াল ব্যালান্স রিপোর্ট জমা দিতে হবে। বর্জ্যের মধ্যে কোনও বিপজ্জনক বা বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য পাওয়া গেলে তা আলাদা করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ অনুমোদিত কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

এমআরএফ পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ, জনবল, বর্জ্য পরিবহণ, পরিবেশ অনুমোদন;সমস্ত কার্যক্রমের খরচ বহন করতে হবে নির্বাচিত সংস্থাকেই। ডিএসডিএ জানিয়েছে, প্রকল্পের জন্য দখলমুক্ত জমি, জল সরবরাহ ও সংযোগ রাস্তা-সহ সবরকম লজিস্টিক সহায়তা দেওয়া হবে। তবে জমি কোনওভাবেই সংস্থার নামে লিজ করা হবে না, শুধু প্রকল্পের মেয়াদকালেই ব্যবহার করা যাবে। উপকূল রক্ষায় রাজ্যের এই উদ্যোগ, পর্যটন করিডরের পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সুরক্ষায় নতুন দিশা দেখাবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

আগামী দিনে যাত্রাপালা আসবে শ্বশুর কেন বাবা: শমীক ভট্টাচার্য

নিজসব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার দলের কর্মসূচিতে এসআইআর নথিভুক্তিকরণ নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একের পর এক উদাহরণ টেনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে তথ্য জালিয়াতি ও ভোটার তালিকা বিকৃতির ষড়যন্ত্র-এর অভিযোগ আনেন।

সভায় শমীক জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ায় রাজ্যের নানা জায়গা থেকে চাঞ্চল্যকর অসঙ্গতির খবর আসছে। তাঁর কথায়, দু'বছর আগে যিনি তিন সন্তানের পিতা ছিলেন, আজ তাঁকে নাকি ১২ সন্তানের বাবা দেখানো হচ্ছে! এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তথ্যভাণ্ডারে কী ধরনের অপব্যবহার চলছে। এই মন্তব্যের পর মঞ্চ ও দর্শকাসন; দু'জায়গাতেই হাসির রোল ওঠে।

নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন তিনি। বলেন, আমার বাবা-মা কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে মারা গেছেন। অথচ শুনলাম তাঁরা নাকি ভোট দিতে এসেছিলেন! ভোটার তালিকায় এই ধরনের ভুয়ো নথিভুক্তি এখন নিত্যনৈমিত্তিক। তাঁর দাবি, প্রশাসনের একটি অংশ শাসকদলের চাপে মিথ্যা তথ্য জুড়ে দিচ্ছে, আর সেই সুযোগেই ওটিপি শেয়ার করিয়ে ভুয়ো নাম তোলা হচ্ছে।

বিএলএদের অভিযোগ উদ্ধৃত করে তিনি আরও বলেন, বর্তমান ভোটার তালিকা সংশোধন পর্বে ভিত্তিহীন তথ্যের বন্যা বইছে। এর ফলাফল ভবিষ্যতে ভয়াবহ হতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। শাসকদলকে নিশানা করে শমীকের কটাক্ষ, এসআইআর-এর আড়ালে ভোটার তালিকা বিকৃত করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই অবিশ্বস্ত করে তোলা হচ্ছে। মানুষ সব দেখছে। আগামী দিনে এই কারচুপির দায় আপনাদেরই নিতে হবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, শমীক ভট্টাচার্যের এই ভাষণ সরাসরি এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করে তৃণমূল সরকারকে কোণঠাসা করতেই পরিকল্পিত। বিজেপি নেতৃত্ব সভা শেষে জানান, এই প্রচার যাত্রায় তাঁরা আগামী দিনে আরও আক্রমণাত্মকভাবে এসআইআর-এর ত্রুটি ও ভোটার তালিকা কারচুপির প্রমাণ জনসমক্ষে আনবেন। তাঁদের কটাক্ষ, এভাবে চলতে থাকলে শিগগিরই ভোটার তালিকায় বাবা-শ্বশুরের চরিত্র বদলে যাওয়া দেখাও সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ লা ডিসেম্বর, ১৪ ই অগ্রহায়ণ, সোমবার। মোক্ষদা একাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বুধ র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শক্রর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ মোক্ষদা মৌনী একাদশী তিথি।বাগবাজারে শ্রী গীতা জয়ন্তী গীতা মহাযজ্ঞ উৎসব। বিশ্ব এইডস দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পার্পেল লাইনে আজ থেকে বাড়ল মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ সোমবার থেকে কলকাতার পার্পেল লাইনে আরও বেশি মেট্রো পরিষেবা চালু হল। অফিসযাত্রী ও পূর্ব রেলের শিয়ালদহ, বজবজ লাইন ব্যবহারকারী উপনগরীয় যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে মেট্রো রেল পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়ও।

মেট্রো রেল জানিয়েছে, আজ থেকে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দৈনিক ৮৪টি পরিষেবা (৪২ আপ ও ৪২ ডাউন) চালানো হবে। আগে যেখানে ৮০টি পরিষেবা ছিল, সেখানে নতুন সূচিতে চারটি বাড়তি ট্রেন চালানো হচ্ছে।

নতুন সময়সূচি (সোমবার থেকে শুক্রবার)

প্রথম মেট্রো

জোকা থেকে মাঝেরহাট; ৬টা ৪০ মিনিট (আগে ৬টা ৫০ মিনিট)

মাঝেরহাট থেকে জোকা; ৭টা ০৩ মিনিট (আগে ৭টা ১৪ মিনিট)

শেষ মেট্রো

জোকা থেকে মাঝেরহাট; ৯টা ০৫ মিনিট (আগে ৮টা ৩৬ মিনিট)

মাঝেরহাট থেকে জোকা; ৯টা ২৬ মিনিট (আগে ৮টা ৫৭ মিনিট)

মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিষেবা বাড়ানোয় বিশেষ উপকার পাবেন পূর্ব রেলের শিয়ালদহ, বজবজ শাখার যাত্রীরা। সকাল ও রাতের ব্যস্ত সময়ে সংযোগ আরও উন্নত হবে। শনিবারের পরিষেবা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২২ নভেম্বর থেকে শনিবারেও পার্পেল লাইনে পরিষেবা চালু হয়েছে। শনিবার মোট ৪০টি (২০ আপ ও ২০ ডাউন) পরিষেবা চলছে। রবিবারে আগের মতোই কোনও পরিষেবা থাকবে না।

বড়দিনের আগে পার্কস্ট্রিট অঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জি। শুনলেন এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধা অসুবিধা। দিলেন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস।

হিন্দ মোটরে প্রায় ৩৫৫ একর এলাকাকে শিল্পের উপযোগী করে তুলতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যে প্রস্তাবিত শিল্প সম্মেলনকে সামনে রেখে হুগলির হিন্দ মোটর এলাকায় প্রায় ৩৫৫ একর বিস্তীর্ণ এলাকাকে শিল্পের উপযোগী করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম বিস্তারিত সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। শিল্প ব্যবহারের জন্য জমি প্রস্তুতের সরকারি প্রক্রিয়ায় এটিই প্রথম আনুষ্ঠানিক ধাপ। এই সমীক্ষায় জমির প্রকৃতি, উচ্চতা, প্রাকৃতিক সীমানা থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সমীক্ষার অংশ হিসেবে মৌজা মানচিত্রের উপর সমীক্ষা তথ্য বসানো, স্পট লেভেল মাপ, কন্টুর লাইন প্রস্তুত এবং ডি-জিপিএস ভিত্তিক রেফারেন্স পিলার বসানো হবে।

অফিসারদের বক্তব্য, জমি ভাগ করে শিল্প প্লট তৈরির আগে নির্ভুলভাবে জমির চরিত্র নির্ধারণ ও বিরোধ এড়াতে এই প্রযুক্তিগত ভিত্তি অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণেই প্রকল্প অঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থা, জলনিকাশি পথ, সীমানা সহ প্রতিটি বাস্তব বৈশিষ্ট্য খতিয়ে দেখবে সমীক্ষা দল।

দপ্তর সূত্রের দাবি, হিন্দ মোটর এলাকার আশপাশে থাকা গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর অবস্থানও সমীক্ষায় তুলে ধরা হবে। নিকটতম রেলস্টেশন, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, রাজ্য ও জাতীয় সড়কের দূরত্ব, পরিবহণ সুবিধা এবং সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা সবই প্রতিবেদনে যুক্ত করা হবে। পরে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার সময় এই তথ্যই জমি ব্যবহারের চূড়ান্ত নকশা নির্ধারণে সাহায্য করবে।

হিন্দ মোটর অঞ্চলটি কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এলাকার অন্তর্গত। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং হিন্দ মোটর রেলওয়ে স্টেশনের সঙ্গে সহজ সংযোগ থাকার কারণে এলাকায় হালকা ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে বলে মনে করছে দপ্তর।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সৃষ্টি ক্রিকেট একাডেমি এবং চিরবন্ধু সমাজসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। বাচ্চা থেকে বড় সকলের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এখানে। এখানে ইসিজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। শুধু বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করাই নয় পাশাপাশি বিনামূল্যে এলাকার প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠান উপলকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রাম মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষ, মণিপাল হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডাক্তার নীলোৎপল দত্ত। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সৃষ্টি ক্রিকেট একাডেমির কর্ণধার প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি যিনি বালু নামে পরিচিত।

বিবাহের ৫০ বছরের স্মরণে শতাধিক মানুষকে কৃত্রিম অঙ্গদান করলেন দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসহায় ও শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের কৃত্রিম অঙ্গ দানের মাধ্যমে বৈবাহিক জীবনের ৫০ বছর উদ্‌যাপন করে মানবিক দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন কলকাতার এক দম্পতি। রবিবার বিধাননগরে 'উমীদ কে রং' শীর্ষক এই বিশেষ মানবিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকশো শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কৃত্রিম অঙ্গদানের পাশাপাশি চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয় রং প্রস্তুতকারক সংস্থা জেকে প্রোটোম্যাক্স-এর উদ্যোগে।

সংস্থার নির্দেশক মনীশ গোয়েল বলেন, তারা সুন্দর সুন্দর বাড়ির রং সরবরাহ করেন। শুধু বাড়িতে রং নয়, মানুষের জীবনের দুর্দশা ঘুচিয়ে তাদের জীবনে রং আনতেই এই অভিনব উদ্যোগ। ৭৫-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দম্পতি যুগল কিশোর গোয়েল ও সুশমা গোয়েল বলেন, মানবিকতার এই দৃষ্টান্ত সমাজের প্রতি অন্যদেরও দায়বদ্ধ হতে উৎসাহিত করবে। কৃত্রিম হলেও নয়া অঙ্গে হাঁটতে পেরে আনন্দে উৎফুল্ল বহু মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৈরি হওয়া বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওঙ্কারনাথ মিশন- রিসার্চ সেন্টার ফর ইন্দোলজিকাল স্টাডিজ -এর মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি এদিন সাক্ষরিত হয় মিশনের আন্তর্জাতিক প্রধান কার্যালয় কলকাতার মহামিলন মঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক দিলীপ কুমার মাইতি এবং ওঙ্কারনাথ মিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ওঙ্কারনাথ মিশনের সভাপতি কিংকর প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও অন্যান্য বিশিষ্টজন। উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ডক্টর এল শংকর ও সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী তরুণ ভট্টাচার্য। চুক্তি অনুসারে উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে বক্তৃতা, ওয়ার্কশপ, গবেষণা ইত্যাদির আয়োজন করবে।

রোল অবজারভাররা কোনওভাবেই নির্দেশ দিতে পারবেন না!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর-এর কাজে নবনিযুক্ত রোল অবজারভারদের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ওঠায় নির্বাচন কমিশন এব্যাপারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, রোল অবজারভাররা কোনওভাবেই নির্দেশ দিতে পারবেন না। তাঁদের কাজ কেবলমাত্র পুরো প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করা এবং যা কিছু নজরে পড়বে তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট আকারে জানানো।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রোল অবজারভাররা প্রতিদিন সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলবেন, এনুমারেশন ফর্ম ঠিকভাবে পূরণ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন। পাশাপাশি নজর রাখবেন ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না, কমিশনের জারি করা নির্দেশগুলি সংশ্লিষ্ট বিভাগ কতটা মেনে চলেছে, ২০০২ সালের মূল তালিকার সঙ্গে আধুনিক তালিকার সঠিক মিল করানো হয়েছে কি না, মৃত ভোটারদের নাম ফের ঢুকে পড়েছে কি না এবং ভুয়ো ভোটারদের নাম তালিকায় যুক্ত হয়েছে কি না এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। প্রতিদিন তাঁরা যা দেখবেন তা একটি বিস্তারিত রিপোর্ট আকারে সিইও অফিস ও নির্বাচন কমিশনে পাঠাতে হবে। ভোটার তালিকা সংশোধনী নিয়ে যখন জল্পনা তুঙ্গে, তখন রোল অবজারভারদের এই সক্রিয় ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রক্রিয়াটিকে আরও কঠোর নজরদারির আওতায় আনছে। তবে বড় প্রশ্ন একটাই; এই কঠোর পর্যবেক্ষণ ও প্রতিদিনের রিপোর্টিং কি সত্যিই নিশ্চিত করতে পারবে একশো শতাংশ স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রকাশ? নির্বাচন কমিশন সেই লক্ষ্য পূরণে কতটা সক্ষম হবে, এখন তা দেখার অপেক্ষা। সময়ই জানাবে শেষ পর্যন্ত কতটা সফল হল এই উদ্যোগ।

নির্লিপ্ত হাসির আড়ালে কঠোর নজরদারি, ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষণে সুব্রত গুপ্তর নির্ভুল অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার আমলাতন্ত্রে এমন কিছু নাম আছে যাদের উপস্থিতি কথা নয়, কাজেই ধরা পড়ে। সুব্রত গুপ্ত সেই বিরল তালিকার অন্যতম। তাঁর স্বভাব;অল্প কথা, স্থির দৃষ্টি আর ঠোঁটের কোণে অচঞ্চল হাসি। কিন্তু সেই নরম বাহ্যিকতার ভিতরেই রয়েছে কঠোর প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, যেটা তাঁকে বারবার কঠিন দায়িত্বের শীর্ষে নিয়ে এসেছে।

১৯৯০ ব্যাচের এই আইএএস অফিসারকে চেনেন অনেকেই, তবে রাজনৈতিক পালাবদলের কোনো রং তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন সিঙ্গুরে নানা বিতর্ক চলছিল, তখন তাঁর দেওয়া কিছু যুক্তিগ্রাহ্য পরামর্শও রাজনৈতিক তাড়নায় গুরুত্ব পায়নি; কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা তাঁর অবস্থান পাল্টায়নি।

সরকার বদলেছে, আস্থাহীনতার হাওয়াও বয়েছে, কিন্তু তিনি নিজের কাজের গতিপথ থেকে সরে যাননি। এমনকী উচ্চপদে বসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের অবস্থান নিয়ে তাঁকে কখনও প্রতিযোগিতা করতে দেখা যায়নি।

ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে রাজ্যজুড়ে তীব্র চাপানউতোর চলছে। অভিযোগ উঠছে পক্ষপাত, বেনিয়ম, হস্তক্ষেপ এসবের মাঝেই নির্বাচন কমিশন এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজছিল যাঁর ওপর রাজনৈতিক ঝড় কোনওদিনই প্রভাব ফেলেনি।

সুব্রত গুপ্ত ছিলেন সেই সমাধান। তাই তাঁকে সামনে রেখে গঠন করা হয় ১৩ সদস্যের বিশেষ পর্যবেক্ষক দল। শনিবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে তিনিই ছিলেন কর্মগত গতির ছন্দ; অভিজ্ঞ, শান্ত, দৃঢ়।

রবিবার তাঁর সফরের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ফলতা; ডায়মন্ড হারবারের অংশ। এর আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন যে একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতৃত্ব পর্যবেক্ষকদের ওপর চাপ তৈরি করতে বহু মহিলাকে জড়ো করেছে।

এই সব উত্তেজনার মধ্যেও সুব্রত গুপ্তর আগমন ছিল যথারীতি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত। তিনি ফলতার বিডিও দপ্তরে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন; রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে তিনি সংক্ষিপ্ত এক মন্তব্যে জানান, এখনো কারও কাছ থেকে কোনো সমস্যার কথা শোনা যায়নি। কাজ ঠিকঠাকই এগোচ্ছে। বেনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তিনি শুধুই মুচকি হাসলেন, একটি অনুচ্চারিত বার্তার মতো, তারপর বললেন, খসড়া তালিকা প্রকাশ হলে তবেই মূল্যায়নের জায়গা পাওয়া যাবে। মৃত ভোটারদের বিষয়ে তিনি বোঝালেন,প্রযুক্তিনির্ভর যাচাই ও প্রত্যক্ষ শুনানি, দুটোই হবে নিয়মমাফিক। এতদিনে কমিশন প্রায় উনিশ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম শনাক্ত করেছে। বিরোধীরা দাবি করছে প্রকৃত সংখ্যা এর বহু গুণ। পর্যবেক্ষক দলের সফর শেষে ফলতার বিডিও শানু বক্সি জানালেন যে তাঁরা পুরনো ও বর্তমান ভোটার তালিকা পাশাপাশি রেখে এপিক নম্বর ধরে ধরে মিলিয়ে দেখছেন।

আমলা মহলের একাংশ মনে করছে, সুব্রত গুপ্তর মুখে শান্ত হাসি থাকলেও তাঁর কাজের ধরন অত্যন্ত কঠোর। ভুল বা জাল কোনো নাম যাতে তালিকায় জায়গা না পায়, তা নিশ্চিত করতে তিনি প্রয়োজনীয় প্রতিটি পদক্ষেপ নেবেন। হয়তো প্রকাশ্যে তিনি মৃদু হাসিতে কথাগুলো বলেন, কিন্তু ভিতরে তিনি নিখুঁত শৃঙ্খলার অটল অবলম্বন। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা রক্ষাই তাঁর মূল লক্ষ্য; আর সেই নীরব লক্ষ্যবোধেই তিনি থামিয়ে দেবেন যে-কোনও অনিয়মের পথ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার

রাতের শহরে তরুণীকে অপহরণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

বাকি দু'জনের খোঁজে পুলিশ, নারী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার রাস্তায় গভীর রাতে তরুণীকে জোর করে গাড়িতে তুলে শারীরিক নিপীড়নের অভিযোগে এক যুবককে আটক করল পুলিশ। ধৃতের নাম আলতাফ আলম (২৪) । সিসিটিভি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই তাঁর সঠিক পরিচয় মিলিয়ে তাঁকে শনিবার গভীর রাতে গার্ডেনরিচ অঞ্চল থেকে আটক করে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। ঘটনায় আরও দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, যাঁদের সন্ধানে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু হয়েছে।

লালবাজারের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার রাত ২৮ নভেম্বর ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগকারিণীর দাবি, রাতের অন্ধকারে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তিন যুবক তাঁকে জোর করে গাড়িতে তোলে। গাড়ি চলতে শুরু করতেই তাঁর উপর হামলা, কটু মন্তব্য, অশালীন আচরণ ও ধস্তাধস্তি চলে বলে অভিযোগ। তিনি শরীরজুড়ে আঘাত পান। পরবর্তীতে ময়দান থানার কাছাকাছি স্থানে তাঁকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। রাস্তায় কান্নায় ভেঙে পড়া ওই তরুণীকে টহলরত পুলিশ অফিসারেরা দেখে উদ্ধার করেন। তাঁর কাছ থেকে ঘটনাবলী জেনে পুলিশ বুঝতে পারে, অপরাধটি ঘটেছে পূর্ব তপসিয়া রোডের আম্বেদকর সেতুর নিকটবর্তী এলাকায়। এরপর তাঁকে প্রথমে প্রগতি ময়দান থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তরুণীর বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ শ্লীলতাহানির মামলা দায়ের করে। এরপর তদন্তকারীরা আশপাশের সিসিটিভি চিত্র সংগ্রহ করেন এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করে অভিযুক্তদের অবস্থান ও পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হন। সেই সূত্রেই আলতাফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি দু'জনকে ধরতে বিভিন্ন জায়গায় রাতভর তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

গোটা ঘটনার তদন্ত তদারকি করছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার। পুলিশের দাবি, খুব দ্রুত বাকি অভিযুক্তদেরও হাতে পাওয়া যাবে এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করা হবে। শহরে ফের এই ধরনের নৃশংস ঘটনার ফলে রাতের কলকাতায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এমন ঘটনায় কঠোর নজরদারি ও টহল বাড়ানোর দাবি তুলছেন নাগরিকরা।

রাজ্য সরকারকে আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর

চাকরি নিয়ে টোপ দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারকে ফের রবিবার তীক্ষ্ণ আক্রমণের নিশানায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'চাকরি না দেওয়ার' অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবারে প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান থেকে তিনি দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও চাকরি দেবেন না, এটা সবাই জানে।

শুভেন্দুর অভিযোগ, পুলিশ নিয়োগ হোক বা সাধারণ সরকারি চাকরি, এই সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে শূন্যপদ ফাঁকা রেখে ভোটের আগে ভাঁওতা দিচ্ছে। তাঁর কথায়, আজকে পুলিশের চাকরির পরীক্ষা হচ্ছে, সবাইকে পরীক্ষায় বসিয়ে এমনভাবে দিন তারিখ পরিকল্পনা করা হয়েছে, যে তাঁদের সামনে গাজরের টোপ ঝুলিয়ে রাখবে, কিন্তু পুলিশে চাকরি হবে না। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মৌখিক পরীক্ষা ডেকেছে, দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার কথা, আবার মানুষকে গাজর দেখানো হয়েছে।

তিনি আরও কটাক্ষ করেন, টাকাও তুলবে আর গাজর ঝুলিয়ে সবাইকে বসিয়ে রাখা হবে। আদর্শ নির্বাচনী বিধি লাগু হয়ে গেলে সরকার আর নিয়োগ করতে পারবে পারবে না। ঠিক সময় বুঝে দেখে এটা করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটাও চাকরি দেবেন না।

বিরোধী দলনেতার এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। তৃণমূল শিবির এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না দিলেও শাসকদলের নেতারা বেসরকারিভাবে মন্তব্য করছেন, বিরোধীদের অভিযোগ অবাস্তব ও নির্বাচনী প্রচারের অংশ।

এদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর দাবির পর প্রশাসনিক স্তরেও প্রশ্ন উঠেছে; রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ কেন থমকে? বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, নিয়োগ বন্ধ রেখে ভোটের আগে ভরসা জোগানোর রাজনীতি করছে সরকার।

অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারী রবিবার প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' সম্প্রচার সভার পর ভোটার তালিকা নিয়ে ফের সরব হয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল পার্টি আইপ্যাক ব্যবহার করে বুথ লেভেল অফিসারদের প্রভাবিত করে এক কোটি ভোটারের নাম ডিজিটাইজ করেছে। শুভেন্দুর দাবি, এই তালিকার মধ্যে অন্তত ২০-২৫ লাখ মৃত ভোটারের নাম রয়েছে। এছাড়া শিফটেড ভোটার ও বাংলাদেশি মুসলিমদের নামও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিরোধী দলের এই দাবির প্রেক্ষিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের লক্ষ্য এক, নির্বাচন কমিশনের কাছে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা নিশ্চিত করা। তিনি আরও জানান, বিজেপি ইতিমধ্যেই ১৩.৫ লাখ অবৈধ ভোটারের তালিকা কমিশনে জমা দিয়েছে।

শুভেন্দু জানান, আগামী ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। তালিকায় থাকা সন্দেহভাজন নামগুলো বাদ দেওয়ার দাবি জানাবে বিরোধী দল। তৃণমূল এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় প্রশ্ন তুলেছে, ২০-২৫ লাখ মৃত ভোটারের তথ্য শুভেন্দু কীভাবে সংগ্রহ করেছেন।

শুভেন্দু আরও বলেন, আমরা সব তথ্য জানি, ওটিপি কাদের হাতে গিয়েছে, ডেটা এন্ট্রি কীভাবে করা হয়েছে, মৃত ও বিদেশি নাম কীভাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি নাম পরীক্ষা করে আমরা তালিকা থেকে বাদ দেব। তিনি উল্লেখ করেছেন, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দু'মাস ধরে এই লড়াই চলবে। এক কোটি নাম বাদ যাবে।

তিনি আরও জানান, তাদের কাছে আধার ভিত্তিক মৃতের তালিকা রয়েছে। সব প্রমাণের ভিত্তিতে তালিকা থেকে অবৈধ নাম কেটে দেওয়া হবে। আমরা বসে থাকব না। ৫১,০৮৩ জন বিএলএ ২ দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু করেছি। একপক্ষীয়ভাবে তালিকা তৈরি হবে না, বলেছেন তিনি।

এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, শুভেন্দু কীভাবে জানতে পারলেন যে ২০-২৫ লাখ মৃত ভোটারের নাম ডিজিটাইজ করা হয়েছে? গত নির্বাচনে আমাদের সঙ্গে বিজেপির ভোট ব্যবধান ছিল ৭০ লাখ। শুভেন্দু মনে করছেন, এক কোটি নাম বাদ দিলে জিতবেন। ওঁর এই আশা কখনো পূর্ণ হবে না।

প্রিয়াঙ্গুকে খুনের চক্রান্ত করা হচ্ছে, অভিযোগ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফের প্রাণঘাতী হামলার আশঙ্কা করছেন বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। হামলার আশঙ্কা করেই শনিবার তিনি ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে বিষয়টি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যপাল-সহ এনআইএ-র ডিরেক্টর এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিবকেও তিনি বিষয়টি জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, ২০২৪ সালের ২৮ অগস্ট ভাটপাড়া থানার কলাবাগান মোড়ের কাছে জগদ্দলের বিধায়কের নির্দেশে তাঁর ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল। তাছাড়া গত ২৪ নভেম্বর মধ্যরাতে তাঁর বাড়ির সন্নিকটে কাঁকিনাড়ার ৬ নম্বর গলির মসজিদের কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। তিনদিন বাদে অর্থাৎ গত ২৭ নভেম্বর ওই ৬ নম্বর গলি থেকেই দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১০ রাউন্ড কার্তুজ-সহ মহম্মদ আসলাম নামে এক দুষ্কৃতী পাকড়াও হয়েছে। স্বভাবতই, ফের তাঁর ওপর হামলার আশঙ্কা করছেন ভাটপাড়ার বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। রবিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, একবছর আগে প্রিয়াঙ্গুর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। এনআইএ ইতিমধ্যেই ২০ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু গত ২৪ নভেম্বর ওঁর বাড়ির ১০০ মিটার দূরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণ কাণ্ডের তিনদিন বাদে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ একজন ধরা পড়েছে। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে, প্রিয়াঙ্গুর ওপর ফের হামলা হতে পারে। তাঁর অভিযোগ, প্রিয়াঙ্গুকে খুন করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। যাতে তদন্তকারীরা হামলার ঘটনায় জড়িত 'মাথা'কে ধরতে না পারে। প্রাক্তন সাংসদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী কিংবা বাংলার পুলিশের কাছে ন্যায় বিচার পাওয়া যায় না। তাই এনআইএ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বলা হবে, যাতে এই বিষয়ে নজরদারি রাখা হয়। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে তিনি অবশ্যই বলবেন, যাতে প্রিয়াঙ্গুকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দেওয়া হয়। বিজেপি নেতার দাবি, ভাটপাড়া থানার বিদায়ী আইসি ছিলেন তৃণমূলের টাউন সভাপতি। এই মামলার সঙ্গে উনিও যুক্ত আছেন। আগামীদিনে বিদায়ী আইসি-ও ধরা পড়বে। অপরদিকে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, ২০২৪ সালের ২৮ অগস্ট তাঁর ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল। গত এক সপ্তাহের মধ্যে দুই দুষ্কৃতীকে পুলিশ পাকড়াও করেছে। প্রিয়াঙ্গুর দাবি, তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় এবার জগদ্দলের বিধায়ক গ্রেপ্তার হবেন। প্রিয়াঙ্গু আরও জানান, বাড়ির সন্নিকটে বিস্ফোরণ ঘটেছে। তিনদিন আগে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুষ্কৃতী ধরা পড়েছে। তাই তিনি ফের হামলার আশঙ্কা করছেন। এমনকী তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। নিরাপত্তার দাবিতে তিনি রাজ্যপাল থেকে শুরু করে পুলিশ কমিশনার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও এনআইএ-র ডিরেক্টরের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। হামলার ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, এনআইএ-র চার্জশিটে দেখা গেছে, হামলার দিন সকাল ৬-২৮ মিনিট নাগাদ জগদ্দলের বিধায়ক টিপুয়াকে ফোন করেছিলেন। টিপুয়া ফোন করেছিলেন মহম্মদ জাভেদকে। তারপর দুষ্কৃতী জমায়েত হয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ২০ জন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। প্রিয়াঙ্গু আশাবাদী, ঘটনার মূল চক্রী জগদ্দলের বিধায়ক এবার গ্রেপ্তার হবেন। প্রিয়াঙ্গুর দাবি, তাঁর জনপ্রিয়তাকে ওঁরা ভয় পাচ্ছে। তাই ফের হামলার ছক কষা হচ্ছে। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলেন, দুষ্কৃতীরা যাতে কিছু করতে না পারে, সেটা পুলিশ কমিশনার দেখবেন। ভাটপাড়া থানার আইসি নজর রাখবেন। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে হবে।

মমতাকে হারানোর চ্যালেঞ্জ, সুকান্তের মন্তব্যে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার এক দলীয় কর্মসূচিতে তিনি দাবি করেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল নেত্রীর আসন নির্বিশেষে তাদের প্রার্থী জয়ের সম্ভাবনাই বেশি। সুকান্ত বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কে প্রার্থী হবেন, কোন কেন্দ্র থেকে দাঁড়ানো হবে; সময় এলে দলই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে এটুকু নিশ্চিত, এবার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে হারাব। উনি যেখানেই দাঁড়ান, সেখানেই হারাব।

তিনি আরও যোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ভবানীপুর ছাড়াও অন্য কোথাও, এমনকী ফলতা থেকেও লড়েন, তাতেও পরাজয় অনিবার্য। এর পাশাপাশি রাহুল গান্ধিকে নিশানা করে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন তিনি। সুকান্তর বক্তব্য, উনি যদি রাহুল গান্ধির মতো এমন কেন্দ্র বেছে নেন যেখানে 'লুঙ্গি বাহিনীর' সংখ্যা বেশি, তাহলে হয়তো ভাগ্যক্রমে জিতে যেতে পারেন।

বিজেপি নেতার এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শাসক তৃণমূলের পাশাপাশি কংগ্রেস নেতৃত্বও সুকান্তর 'লুঙ্গি' মন্তব্যকে আঞ্চলিক বিদ্বেষ উসকে দেওয়ার অভিযোগে আক্রমণ শানাতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে বিজেপির ধারাবাহিক সুর চড়ানোয় রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

দিল্লি বিস্ফোরণের পর শহরে চালু হয়েছে অতিরিক্ত সতর্কতা, ভিক্টোরিয়ায় পর্যটকদের তল্লাশি চালাল সিআরপিএফ। *ছবি: অদিতি সাহা*

বাংলা শীতের দোরগোড়ায়, পারদ নামার আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ ভারতের উপকূলে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া শক্তি বাড়ালেও তার কোনও প্রভাব পড়ছে না পশ্চিমবঙ্গের আকাশে। বরং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক ও ঠান্ডা হাওয়া ঢুকতে শুরু করায় রাজ্যে আজ থেকেই শীতের আমেজ আরও স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বর্তমানে দিতওয়া বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থান করে উত্তর তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। ঝড়ের কেন্দ্র বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশ থেকে দূরে থাকায় বাংলার ওপরে তার কোনও আশঙ্কা নেই। ফলে রাজ্যজুড়ে আকাশ থাকবে পরিষ্কার, বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই।

জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, মহান বিজ্ঞান-সাধক, বাংলার গর্ব, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে জানাই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। উল্লেখ্য, জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ময়মনসিংহে। তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল ঢাকা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে বিক্রমপুরের রাঢ়িখালে।

বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদান মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

বাংলা জুড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা জুড়ে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের 'বৈধ' নাগরিক হিসেবে তুলে ধরতে তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে; এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। বসিরহাটের সাম্প্রতিক ঘটনা এই অভিযোগকে আরও জোরদার করেছে বলে দাবি তাঁর। অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে বসিরহাটে এসে এক অনুপ্রবেশকারী স্থানীয় এক ব্যক্তির পরিচয়পত্র হাতিয়ে নিয়ে তাঁকে নিজের পিতা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন। স্থানীয় বাসিন্দা জিয়াদ দফাদার এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে বিডিও, মহকুমাশাসক ও পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কোনও পদক্ষেপ হয়নি বলে অভিযোগ। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর মুহূর্তে তিনি ফের অভিযোগ জানাতে বাধ্য হন। ড. মজুমদারের দাবি, শুধু বসিরহাট নয়, সীমান্ত-সংলগ্ন জেলাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ অনুপ্রবেশকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে রাজ্যের শাসকদল। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে ভোটব্যাংক শক্তিশালী করেছে। বাংলার মানুষ আজ সেই বাস্তবতা বুঝে গিয়েছেন। রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়দানে অভ্যস্ত হলেও বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছেন এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা নিয়ে। তবে মানুষের জাগরণই শেষ পর্যন্ত এই অপচেষ্টার জবাব দেবে বলেও মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

অভিষেকের চ্যালেঞ্জ বিজেপিকে পাল্টা উত্তর দিলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ঘিরে ফের সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিজেপির প্রচারযন্ত্র পুরনো বিজ্ঞপ্তিকে নতুন করে তুলে ধরে নির্বাচন কমিশনকে খুশি করার চেষ্টা করছে; এই অভিযোগ তুলেই শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দাবি করেন, মিস্টার এসআইআর-এর কৌশল শুধু ব্যর্থ নয়, বাংলার মানুষ তা সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় যন্ত্র, নির্বাচন কমিশন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা, আধা-সামরিক বাহিনী, অনুকূল সংবাদমাধ্যম এবং বিচারব্যবস্থার নির্দিষ্ট অংশ; সবকিছু ব্যবহার করেও বিজেপি জানে, বাংলা আবারও ওদের হারাবে এবং ২০২১,এর থেকেও বড় ব্যবধানে হারাবে।

অভিষেক সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, বিজেপি কি সত্যিই আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে? নাকি পুরনো প্রচার আর সরকারি ক্ষমতার আড়ালে লুকোতেই থাকবে?

এই মন্তব্যের পরই কড়া প্রতিক্রিয়া দেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি পাল্টা অভিযোগ তোলেন; তৃণমূল সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণেই মুর্শিদাবাদের বহু মানুষ আজও বাড়িতে ফিরতে পারছেন না। তাঁর বক্তব্য, পাঁচ পুরুষ ধরে পশ্চিমবঙ্গে থাকা বিহারের মানুষদেরও আজ রাজ্য ছাড়তে হচ্ছে; এর দায় তৃণমূলই এড়িয়ে যেতে পারে না।

এসআইআর নিয়ে অভিষেকের মন্তব্যের জবাবে শমীকবাবুর দাবি, তৃণমূল বলেছিল পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চালু হতে দেবে না, অথচ এখন তাঁরাই বুথ লেভেল অফিসারদের প্রভাবিত করছে। অভিযোগ করেন, পুলিশ ও সাইবার সেলের মাধ্যমে সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে, আর অন্যদিকে পঞ্চায়েত সদস্য, পার্টি অফিস ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে বিএলওদের ওপর ভুয়ো তথ্য আপলোডের চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি সতর্ক করেন, সরকারি কর্মী হিসেবে বিএলওদের জেল পর্যন্ত হতে পারে, চাকরিও যেতে পারে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শমীক ভট্টাচার্যের এই তীব্র বাকযুদ্ধ রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মেরুকরণ আরও বাড়াবে বলেই রাজনৈতিক মহলের মত।

এসআইআর-এর পরিবর্তিত সময়সূচি, ভোটার তালিকা সংশোধনে তৃণমূলকে আক্রমণ শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনার (এসআইআর) সংশোধিত সময়সূচি প্রকাশের পর রবিবার প্রতিক্রিয়া জানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ব্যাপক অনিয়ম, ভোটার তালিকায় ডুপ্লিকেশন, মৃত ও অনুপ্রবেশকারীদের নামে ভোটার সংযোজন, এসব অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক জ্ঞানেশ কুমারকে রাজ্যের পরিস্থিতি নিজে খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান তিনি।

শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, জ্ঞানেশ কুমার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে আরও গভীরে গিয়ে বহু তথ্য যাচাই করতে হবে। যাঁরা দিল্লিতে বসে বিরোধিতা করছেন, তাঁদেরও এখানে এসে পরিস্থিতি দেখা উচিত। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, বিরোধী শিবির চাইলে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকেও সঙ্গে আনতে পারেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দাবি করেন, মুর্শিদাবাদে ভোটার তালিকার অবস্থা ভয়াবহ। তাঁর অভিযোগ, মৃত ব্যক্তির নাম পুনরায় তালিকায় দেখা যাচ্ছে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের বয়স বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে, এমনকী মা, মেয়ের বয়সের হিসেবেও অস্বাভাবিক ভিন্নতা ধরা পড়ছে।

তিনি তৃণমূল নিয়ন্ত্রিত বিএলওদের বিরুদ্ধে 'দুর্নীতিগ্রস্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট কাজের' অভিযোগ তুলে বলেন, তালিকা সংশোধনের নামে ভোট গণতন্ত্রকে বেঁকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সিইও-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শমীক।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দপ্তরের কাজকর্ম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, কে সিইও-র দপ্তরে যাচ্ছে, তারা কী নির্দেশ দিচ্ছে, সিইও নিজে কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন, এসব নিয়েও তাঁকে জানতে হবে।

রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর নামে ভোটার যুক্ত করার অভিযোগ করলেন শমীক। রবিবার এই ইস্যুতে শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নামে ভোটার সংযোজন হয়েছে। তাঁর কথায়, এই রাজ্য ছাড়া আর কোথাও এমন পরিস্থিতি নেই। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এমন ভয়াবহ অনিয়ম চলছে। তিনি আরও দাবি করেন, এক ব্যক্তির নাম নাকি আটটি আলাদা জায়গায় ভোটার হিসেবে পাওয়া গেছে। গণতন্ত্র প্রেম এতই গভীর যে আট জায়গায় গিয়ে ভোট দিতে চান! ব্যঙ্গ করে এমন মন্তব্য করলেন শমীক। বিজেপি সভাপতির বক্তব্য, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক জ্ঞানেশ কুমারকে পুরো বিষয়টি মাঠে নেমে যাচাই করতে হবে। যা চলছে, তা গণতন্ত্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ। এটা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে, সেটাই প্রমাণ করে সমস্যাটা কোথায়।

সম্পাদকীয়

দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যথেচ্ছাচার এবার শেষ হোক

নিয়ম, কানুনের বালাই নেই, শিক্ষাদানের নামে যথেচ্ছার, ইচ্ছে মতো ফি, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, এটাই হল দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চেনা ছবি। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ুলির কাজকর্মে রাশ টানতে এবার আসরে নামল সুপ্রিম কোর্ট। আর আশার আলো দেখছে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্তরা। ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা কীভাবে চলছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। আদালত কেন্দ্র, রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসিকে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দায়ের হওয়া একটি আবেদনকে কেন্দ্র করে এই মামলা শুর।সেখান থেকে।বিষয়টি একটি বৃহত্তর জনস্বার্থ মামলায় পরিণত হয়েছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, গোটা কর্মকাণ্ডে আরও বেশি স্বচ্ছতা আনতে হবে।আদালতের নির্দেশের মূল বিষয়টি হল, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সব রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং ইউজিসি চেয়ারম্যানকে ব্যক্তিগতভাবে হলফনামা জমা দিতে হবে। কেউ নিজের দায়িত্ব অন্য কারও কাছে অর্পণ করতে পারবেন না। বেঞ্চ স্পষ্ট বলেছে, হলফনামায় কোনও তথ্য গোপন করা বা ভুল তথ্য দেওয়ার চেষ্টা হলে আদালত কড়া অবস্থান নিতে বাধ্য হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ সামনে আসার পরই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যত শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রকৃত ক্ষমতা কারা প্রয়োগ করছেন তাও নির্দিষ্ট ভাবে জানতে চেয়েছে আদালত। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তাদের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় জড়িত সব ব্যক্তিদের নামের তালিকাও দিতে বলা হয়েছে। পরিচালন সমিতি গঠন ও তার সদস্য নিয়োগের পদ্ধতিও জানাতে হবে। ইউজিসিকে হলফনামা দিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তদারকিতে তাদের অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। তারপর তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাবে সুপ্রিম কোর্ট।

শব্দছক ১

রবি দাস

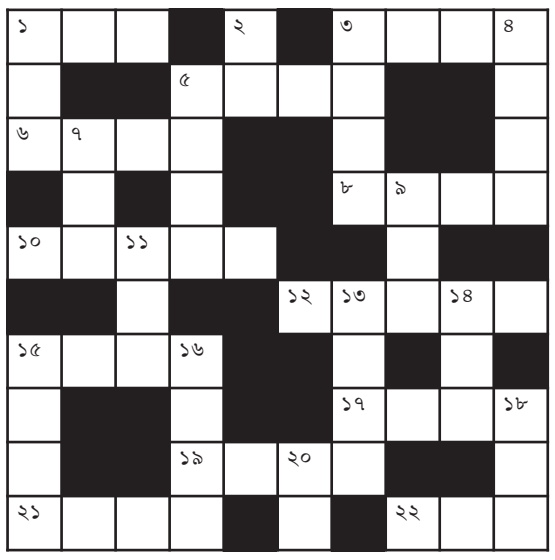

পাশাপাশি: ১. নীচজন ৩. বিল্বপত্র ৫. হেঁটে যুদ্ধ করে ৬. সরকার বিষয়ক ৮. একটুতেই রাগ ১০. একই লিঙ্গদ্বয়ের কামনা ১২. ফটকে শোভা-বাড়ানো ফুলগাছ ১৫. উদ্দেশ্য ১৭. প্রদীপসহ দেবার্চনা ১৯. উচ্চগ্রামে কণ্ঠস্বর ২১. সূর্যের আলো ২২. সত্যবাদীতা।

ওপর-নিচ: ১. ফুঁড়ে ২. অগ্রজ ৩. অপরাধহীন ৪. ছন্দভঙ্গ ৫. খাটুনী ৭. প্রকার ৯. আকাশ ১১. কজ্জল ১৩. জনগণের দেবতা ১৪. অভ্যন্তর ১৫. উপঢৌকন ১৬. হানিকারক ১৮. অল্প-সম্পর্ক ২০. শোণিত

জন্মদিন

আজকের দিন

মেধা পাটেকর

১৯৫৪ *বিশিষ্ট সমাজসেবিকা মেধা পাটেকরের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উদিত নারায়ণের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ কাইফের জন্মদিন।*

বিশ্ব এইডস দিবস

১ ডিসেম্বর-এর তাৎপর্য

জয়দেব বেরা

বিশ্ব এইডস দিবস হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(ঢেছঞ) দ্বারা ঘোষিত বিশ্ব জনস্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কিত একটি অন্যতম দিবস।এই এইডস দিবস সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদেরকে জানতে হবে এইডস আসলে কী? এইডস (AIDS) কথাটির অর্থ হল- Acquired Immunodeficiency Syndrome।এই রোগটির জন্য যে ভাইরাসটি দায়ী সেটি হল- Human Immunodeficiency Virus (HIV) নামে এক ক্ষুদ্র ভয়ানক ভাইরাস।এই ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে তার রোগপ্রতিরোধ ব্যাবস্থাকে দুর্বল করে তোলে। মানবদেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের প্রতিরোধে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকে যা ছজ্জ) দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায়।এর ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগ মানবদেহকে আক্রমণ করে।এই সব রোগের প্রাদুর্ভাবকে তখন বলা হয় -ক্ষ্মসুযোগ সন্ধানী সংক্রমণক্ষ্ম।এই ভাইরাসটি এতই জটিল ও বিপদজনক যে, কোনও রকম লক্ষণ ছাড়াই মানবদেহে বছরের পর বছর বসবাস করে।যার ফলস্বরূপ সংক্রামিত ব্যক্তি তার অজান্তেই অন্যদেরকে সংক্রামিত করে ফেলতে পারে। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, HIV হল একটি ভাইরাস এবং AIDS হল একটি যৌন ব্যাধি।সুতরাং বিভিন্ন কারণে আগে ছজ্জ) সংক্রমণ হলে তারপর AIDS রোগের সূত্রপাত হয়ে থাকে।এই ছজ্জ) সংক্রমণ থেকে জ্জজ্ঞ(রোগে আসার গড় সময়কাল হল প্রায় সাত থেকে নয় বছর পর্যন্ত।এই ছজ্জ) সংক্রমিত হয় মূলত Blood–seman–vaginal fluids– breast milk– unprotected sex– sharing syringes প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে।এই রোগ মূলত যাদের বেশি হয়ে থাকে তারা হলেন- (ex Workers–MSMSmen who have sex with men), Drug users– Transgenders– Migrant workers–Truck drivers সহ অন্যান্যদের। HIV নিয়ে যে সংস্থাটি বহুদিন ধরে কাজ করছে সেটি হল- NACO (The National AIDS Control Organization)। ভারতে HIV কে নিয়ে বৈষম্য রোধ করতে সরকারি ভাবে HIV /AIDS এর বিল পাস হয়েছিল ২০১৭ সালে।

ছজ্জ)/জ্জজ্ঞ(এর লক্ষণগুলি হল-অবিরাম ওজন কমে যাওয়া,মাথা ব্যাথ্যা,জ্বর, ক্লান্তি,দীর্ঘদিন ধরে ডায়রিয়া,দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া,মুখে বা ত্বকে লালচে, বাদামি বা বেগুনি দাগ এবং ত্বকে চুলকানিত্ব ও ফুসকুড়ি, অনেকদিন ধরে চলা গভীর ভাবে বসে যাওয়া সর্দি ও কাশি,নিয়মিত ব্যবধানে বারবার স্ত্রীর যোনিতে সংক্রমণ, গলাধঃকরণে অসুবিধা প্রভৃতি।

এই ভাইরাস বা রোগের আক্রমণের নানান কারণ রয়েছে।যেমন-ছজ্জ) আক্রান্ত কোনও ব্যক্তি যদি একজন সুস্থ ব্যক্তির সাথে অসুরক্ষিত ভাবে (কন্ডোম ছাড়াই) যৌন সহবাস করলে এই রোগটি ছড়িয়ে পড়তে পারে,বিভিন্ন ধরণের অন্যান্য যৌন রোগ (গনোরিয়া,সিফিলিস ইত্যাদি) থাকলেও ছজ্জ) সংক্রমণের হার পাঁচ থেকে দশ গুণ বেড়ে যায়,অপরিশ্রুত ও দূষিত এবং ব্যবহৃত সিরিঞ্চ বা সুঁচ থেকে সংক্রমিত হয়,ছজ্জ) আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত উপাদান সঞ্চালনের মাধ্যমে, একজন সংক্রমিত মা এর থেকেও তার সন্তানের HIV হতে পারে।এমনকি স্তন্যপানের দ্বারাও ছজ্জ) সংক্রমিত হয়।যদিও এই বিষয়টি নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

এই রোগকে বা ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করতে হলে যে বিষয়গুলোকে মাথায় রাখতে হবে সেগুলি হল-যৌন সহবাস করতে গেলে কন্ডোম ব্যাবহার করতে হবে,যৌন ব্যাধিগুলির ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করতে হবে।গোপনীয়তা রক্ষা করে HIV সংক্রমণ পরীক্ষা এবং HIV কাউন্সেলিং এর পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে,শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শিরা সমূহের মাধ্যমে ড্রাগস নেওয়ার কুফলকে প্রচার করা, দূষিত সুঁচ বা সিরিঞ্চ পুনরায় ব্যাবহার না করা, HIV সম্পর্কিত বিভিন্ন সচেতনমূলক ক্যাম্প এবং সেমিনার পরিচালনা করা,রক্ত সংগ্রহ করতে হবে সরকারি নিবন্ধিত এমন ব্ল্যাড ব্যাংক থেকে এবং দেখে নিতে হবে রক্তের বোতলে ছজ্জ) মুক্ত কথাটি লেখা আছে কিনা, চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ARTS — Anti Retroviral Therapy থেরাপি নেওয়া,এই HIV সম্পর্কে গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে গণসচেতনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা,কাউন্সেলিং এর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং এই সম্পর্কিত সহায়তা নেওয়ার জন্য নিকটবর্তী জেলা হাসপাতাল তথা ICTC সেন্টারে যাওয়া প্রভৃতি।

এবার আলোচনা করা যাক এই এইডস দিবস কেন পালন করা হয় বা এই দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে। এইডস দিবস (১ ডিসেম্বর) পালিত হয় এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে, এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বব্যাপী সংহতি জানাতে এবং যারা এইডস সম্পর্কিত অসুস্থতায় মারা গেছেন তাদের স্মরণ এবং শ্রদ্ধা করার জন্য। এই দিবসটি এইচআইভি সংক্রমণের বিস্তার রোধে প্রতিরোধ, পরীক্ষা এবং চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরে।এই দিবসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে জানা যায়,বিশ্ব এইডস দিবসের প্রথম ধারণাটি ১৯৮৭ সালের আগস্টে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এইডস বিষয়ক গ্লোবাল প্রোগ্রামের দুই জন তথ্য কর্মকর্তা জেমস ডব্লিউ. বান এবং থমাস নেটার দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। বান এবং নেটার তাদের ধারণাটি এইডস বিষয়ক গ্লোবাল প্রোগ্রামের (বর্তমানে UNAIDS নামে পরিচিত) পরিচালক ডঃ জোনাথন মানের কাছে নিয়ে যান।মান এই ধারণাটি পছন্দ করেন এবং এটি অনুমোদন করেছিলেন। তিনি বিশ্ব এইডস দিবসের প্রথম উদযাপন ১৯৮৮ সালের ১ ডিসেম্বর হওয়ার সুপারিশের সাথে একমত হয়েছিলেন।এর পর থেকে প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর এই এইডস দিবস পালিত হয়ে আসছে।

কেবল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নয় প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন সংস্থায়, অফিসে এই জনস্বাস্থ্য সচেতনতা দিবসটি পালন করা উচিৎ। কেবল পালন করলেই হবে না, আমাদেরকে মন থেকেই উনাদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে।কোনও ভাবেই এইডস রোগীকে সামাজিক,মানসিক এবং শারীরিকভাবে বৈষম্য করা যাবে না।কোনও নেতিবাচক ইঙ্গিত করা যাবে না। বিশেষ করে সামাজিক ও মানসিকভাবে উনাদের পাশে থাকতে হবে।চিকিৎসা তথা স্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে,এইডস রোগীকে কোনও ভাবেই বৈষম্য করা যাবে না। সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা উনাদেরকে কোনওভাবেই বৈষম্য ছাড়াই প্রদান করতে হবে।সমাজের সমস্ত মানুষকে এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে এই রোগটি কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয়,তাই অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সর্বদা সচেতন থাকুন এবং অপরকে সচেতন করুন। গণসচেতনতাই হল HIV প্রতিরোধের অন্যতম হাতিয়ার।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং UNAIDS-এর মতে, ২০২৫ সালের বিশ্ব এইডস দিবসের থিম হল 'Overcoming disruption– transforming the AIDS response.' সবশেষে বলবো,এইডস রোগীর প্রতি বৈষম্য না করে উনাদের সামাজিক ও মানসিকভাবে সমর্থন করুন এবং সর্বদাই সচেতন থাকুন।

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউট অফ হেলথ, পুস্তক রচয়িতা এবং সমাজ-মনোবিশ্লেষক

গল্প ও বাস্তবের 'ভারতবর্ষ'

সঞ্জয়কুমার দাস

কয়েকটি সমস্যা ও বর্তমান দেশের প্রেক্ষাপট ; 'ভারতবর্ষে'র মাধ্যাকর্ষণী শক্তিতে আকর্ষণ করে। গল্প ও বাস্তবতার সোপান রচনায় তাই পাঠককে হাজির করাতে চাই, রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যভুবনে। যেখানে গল্পের কাহিনিবিশ্বে একখণ্ড ভারতবর্ষের ক্যানভাস, অনুভূতি জাগায় হৃদয়তল্লাটে। চিনচিন করে উঠে বুক। নিদারুণ বিভীষিকায় কঁকিয়ে ওঠে চৈতন্য। আমি বলছি 'ভারতবর্ষ' গল্পের কথা।

'ভারতবর্ষ' নামে দুটি গল্প আছে। একটি রমাপদ চৌধুরীর লেখা, অন্যটির রচয়িতা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ। প্রথমটিতে শ্রমের মূল্য, দ্বিতীয়টিতে সাম্প্রদায়িকাতার বিষবাষ্প। গল্পদ্বয়ে প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদের মূর্চ্ছনা ভাষা পেয়েছে। তবে তা স্রষ্টার। স্রষ্টাদ্বয় শ্রমের অবমূল্যায়ন রুখতে কিংবা সাম্প্রদায়িকতার বিষদন্ত উপরে ফেলতেই চরিত্রের অবতারণা করেছেন। প্রথমটিতে পরিণতি হয়েছে শঙ্কার, দ্বিতীয়টির গল্পগগন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বজ্রনিনাদ সত্ত্বেও সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে বিজয়ীর ঈপ্সিত আভাষেই।

বাস্তবের বিস্তৃত অঙ্গনে পরিভ্রমণের আকাঙ্খাকে সাফল্যের সুবাস মন্থনে অবগাহিতের দরুন গল্পদ্বয়ের আলপথে হেঁটে আসা জরুরি। সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের গল্পে এক মৃতপ্রায় বুড়ির ধর্ম পরিচয়কে কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠা বহ্নিতে জল ঢেলে দেয় বুড়ির চেতনদশা। আর রমাপদ চৌধুরীর গল্পটিতে মাহাতো বুড়োর পরিণতি বর্তমানের চিত্রকেও প্রকট করে। একই শিরোনামাঙ্কিত দুটি ভিন্ন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে বুড়ো-বুড়ির অবতারণায় গল্পকারদ্বয় দেশের দুই চিরন্তনী সমস্যাকে সাহিত্যর আঙিনায় স্থাপন করেছেন। আর যারা এরজন্য দায়ী, তাদের পৃষ্ঠদেশে হেনেছেন তীব্র কশাঘাত।

একটি দেশের এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে যওয়া নির্ভর করে, রাষ্ট্রনায়কদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর। কিন্তু দেশেই যখন দ্বেষকে সযত্নে লালন করা হয় বিদ্বেষের বাষ্পে নির্বাচনী যানের গতি ত্বরান্বিতে, তখন উন্নয়ন থমকে দাঁড়াবেই। অর্থনীত বা কর্ম সংস্থানের উন্নত পরিসেবা প্রদানে ব্যর্থ হলেই ভাবী নির্বাচনের প্রাক প্রস্তুতিতে সাম্প্রদায়িকতা বা তোষণের রাজনীতি হয়ে ওঠে রক্ষাকবচ। এই সম্পর্কীয় ইতিহাস-ভূগোল হাত ধরাধরি করে চলে। সাহিত্যও কিছু কম যায় না। কিন্তু সাহিত্য তো নিখাদ ইতিহাস-ভূগোলের ধারা বিবরণী নয়, তাই সাহিত্যে বিষয়টি অনুধাবনের জন্য বোধের প্রয়োজন হয়।

হালের নির্বাচনী দলগুলির ইস্তেহারে অবশ্য নগদ লক্ষ্মীলাভের ঘোষণা দেওয়া যেন বাধ্যতামূলক। শাসক-বিরোধী সকলেই এ বিষয়ে

একপায়ে খাড়া। বাংলার লোকায়ত সমাজে গোপালকৃষ্ণ গোখলের কথা 'আজ বাংলা যা ভাবে ভারত আগামীকাল তাই ভাবে' বহুল প্রচলিত। এবং সেকথাতেই শ্লাঘার স্পর্শ আছে। অবশ্য হালে শ্লাঘার বৈপরীত্যেও গোখলেবচন উদ্ধৃত করে বাঙালি ব্যঙ্গের সরণিতে। বিশেষত বিরোধীদলের কেউ কেউ নগদ অর্থ দেওয়ার প্রকল্পগুলি সম্পর্কে এমন বিরূপ মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু শুধু এ রাজ্যই নয়, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও সে গোত্রীয় প্রকল্প চালু হয়েছে। ধীরে ধীরে এভাবে সারা ভারতবর্ষই কি অমন প্রকল্পে উন্নয়নের সোপান রচনা করবে?

রমাপদ চৌধুরী 'ভারতবর্ষ' গল্পে আণ্ডা হল্টের বৃত্তান্তে হাজির করেছেন ভারতীয় আদিবাসী সমাজের এক মাহাতো পাড়া। যে পাড়া একদিন কৃষিকাজে ছিল স্বনির্ভর। কিন্তু বৈদেশিক শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি মারফত কীভাবে সমগ্র মাহাতো পাড়া ভিক্ষুকে পরিণত হলো, তারই করুন, অপমানাত্মক চিত্রপট 'ভারতবর্ষ'। কৃষক থেকে ভিক্ষুকে পরিণতকরণের সোপান শ্রেণিটি সত্যিই আমাদের লজ্জা দেই। প্রথমে একটি কোমরের ঘুনসিতে লোহা বাঁধা ছেলে। পরে তার সাথে আর একজন গলায় লাল সুতলিতে দস্তার তাবিজ বাঁধা ছেলেটা। তারপর 'কয়েকটা জোয়ান পুরুষও হাত বাড়িয়েছে। খাটো শাড়ির একটা তুখোড় শরীরের মেয়েও।' ধীরে ধীরে 'মাহাতো-গাঁয়ের আধখানাই এসে জড় হয়েছে' আণ্ডা হল্টে ভিক্ষের আশায়। আসেনি শুধু মাহাতো বুড়ো। যা নিয়ে কথকের শ্লাঘা আছে। শ্লাঘা আছে সেদিনের ঘটনাতেও, যেদিন 'টাঙি-জুতো পরা মাহাতো বুড়ো ধমক দিয়ে বলে উঠলো, খবরদার!' কিন্তু সময়ের সরণিতে কথক আবিষ্কার করেন মাহাতো বুড়োকে, 'বিভ্রান্তের মতো আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম, একবার কাঁটাতারের ভিড়ের দিকে। আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়লো সেই মাহাতো বুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বখশিশ, সাব বখশিশ।' যে মাহাতো বুড়ো আণ্ডা হল্টে এসে সবজি বিক্রিতে অনীহা প্রকাশ করে কৃষিকাজের কারণে, সেই মাহাতো বুড়ো যখন কৃষিকাজ ফেলে রেখে আণ্ডা হল্টে এসে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য হাত বাড়িয়ে 'বখশিশ' চাইতে শুরু করেছে তখন কথকের জবানিতে সমাপ্তি সূচিত হয়েছে গল্পের 'আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না। ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো-গাঁয়ের সবাই ভিখিরী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব-সব ভিখিরী হয়ে গেলো।'

যে মানুষগুলো নিজের গতর খাটিয়ে সোনার ফসল ফলাতো, আপাত পরিশ্রমহীন অর্থপ্রাপ্তি তাঁদের আত্মসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। তাঁরা ভুলে যান সোনার ফসল ফলানোর মন্ত্র। অক্ষম মানুষ অন্যের অনুগ্রহে বা দানে কালাতিপাত করতে পারেন, কিন্তু কর্মক্ষম মানুষের নিকট তা লজ্জার। তাতে স্বভাবও খারাপ হয় আর কর্মবিমুখতাও জাঁকিয়ে বসে। ফলে বৃহত্তর উন্নয়ন থমকে দাঁড়ায়। বরং রাষ্ট্র তাঁদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাঁদের যোগ্যতা মোতাবেক। ভাতাজীবি না করে, তাঁদের পরিশ্রমের বাড়তি মূল্য দিয়ে তাঁদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস অর্থনীতির চাকাতে গতি জোগাবে। রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পে কথকের অভীপ্সাও , ওই মাহাতো বুড়োরা কৃষিকাজই করুন। তাঁরা যেন ভিক্ষুকের সরণিতে না দাঁড়ান। কিন্তু তিনি না চাইলেও তাইই হয়েছে। আজ এই একবিংশীয় চেতনাতেও যেন মাহাতো পাড়ার হাতছানি। ধীরে ধীরে কি দেশই হয়ে উঠবে মাহাতো পাড়া, 'ভারতবর্ষ'। গল্প আর বাস্তবতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে?

তথ্যসূত্র: গল্প সমগ্র, রমাপদ চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৬৮

চর্চাবাসর ৭

বোধ জাগতেই আমরা শুনতে থাকি মিছিল কথাটা। এটি একটি ফারসি শব্দ, বিশেষ্য পদ। মূল অর্থ হল 'শোভাযাত্রা'।

— *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোটার তালিকা সংশোধনের চাপে অসুস্থ ভাতারের বিএলও দায়িত্বে অটল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ভোটার তালিকা সংশোধন পর্বে অতিরিক্ত কাজের চাপ ও দীর্ঘ কর্মঘণ্টার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভার ১৯ নম্বর বুথের ব্লক লেভেল অফিসার (বিএলও) রমেন্দ্রনাথ রায় (৫৫)। শনিবার গভীর রাতে শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হলে তাঁকে গুসকরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলেও রবিবার সকালেই তিনি ফের কাজে যোগ দেন।

রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা রমেন্দ্রনাথ রায় পেশায় ছাতিমডাঙ্গা আদিবাসীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পাশাপাশি রামচন্দ্রপুর কলোনি এলাকার ১৯ নম্বর বুথের বি.এল.ও হিসেবেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এলাকাবাসীর বড় অংশই দিনমজুর ও প্রান্তিক কৃষক হওয়ায় ভোরেই তাঁরা কাজে বেরিয়ে পড়েন। ফলে রাত বেলাতেই বিভিন্ন বাড়ি থেকে এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করতে হচ্ছে তাঁকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নেটওয়ার্ক সংকট, ৫জি বা ৪জি না-থাকায় টুজি নেটেই রাতে জেগে ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করা তাঁর নিত্যদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্ত্রী আশালতাদেবী জানান, শনিবার গভীর রাত আড়াইটে নাগাদ হঠাৎ বুকে ব্যথা ও বমিভাব অনুভব করলে রমেন্দ্রনাথবাবু তাঁকে ডাকেন। তড়িঘড়ি স্থানীয়দের সহায়তায় গাড়ি ভাড়া করে তাঁকে গুসকরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্যালাইন ও অক্সিজেন দেওয়ার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। প্রায় সাত ঘণ্টার চিকিৎসার পর তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিলেও রবিবার সকালেই তিনি বাড়ি ফিরে কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন।

নিজের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে রমেন্দ্রনাথবাবু জানান, 'ডাক্তাররা বিশ্রাম নিতে বললেও উপায় নেই। সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করতেই হবে। আমার এলাকার বহু ভোটারের নাম এখনও তালিকায় নেই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও যথাসাধ্য সহযোগিতা করছেন।' তাঁর এই অদম্য নিষ্ঠা ও কাজের প্রতি একাগ্রতা এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: রাস্তার পাশে পুকুরের জল থেকে উদ্ধার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের দেহ। ঘটনাকে ঘিরে তুমুল আলোড়ন পড়ে যায় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের ইটলা গ্রামে। খবর জানাজানি হতেই প্রচুর মানুষজন জড়ো হন পুকুর পাড়ে সাত সকালে। খবর দেওয়া হয় জামালপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খান সহ অন্যান্যরা।

জানা গিয়েছে, জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য শুভেন্দু মালিকের শনিবার থেকে কোনও খোঁজ করতে পারেনি পরিবারের সদস্যরা। রবিবার সকালবেলায় পুকুরপাড় থেকে তাঁর পড়ে থাকা মোটর বাইক দেখে চিনতে পারেন এলাকার কয়েকজন। তারপরে পুকুরের জলে ভেসে থাকতে দেখা যায় দেহ। বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়। তৃণমূলের লোকজনও সেখানে পৌঁছন। পরিবারের লোকেরা ঘটনা স্থলে মোটরবাইক দেখে চিহ্নিত করেন শুভেন্দু মালিককে। তবে এই ঘটনা কী ভাবে সেই নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। বাইক দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনও কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বনগাঁয় কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিখা ঘোষের বাড়িতে হামলার ঘটনায় ১ জনকে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিখা ঘোষের বাড়িতে গত ১৯ তারিখ রাতে হামলা চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। ২০ তারিখ সকালে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কাউন্সিলর শিখা ঘোষ। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে বনগাঁ থানার পুলিশ। শনিবার রাতে বাবুসোনা ঘোষ ওরফে মাক্সকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। রবিবার ধৃত বাবুসোনা ঘোষ ওরফে মাক্সকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L13100WB1978PLC031670

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১

ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৯৮০৮/ ২২৪৮ ৮১৭৩, ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩

ইমেল : chandisteelindustries@gmail.com ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ২ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে যে সকল ভৌত আকারে শেয়ার দাখিল পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল এবং অপ্রতুল নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্য কারণে বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত হয়নি সেগুলি পুনর্নথিভুক্ত করণের জন্য ০৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের মেয়াদে এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি (আরটিএ), মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটোমেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট : চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ২৩ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১, **contact@mdplcorporate.com** যোগাযোগ নং ০৩৩-২২৪৮২২৪৮/২২৪৩৫০২৯ বা কোম্পানির নিকট -৩, বেন্টিং স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১, যোগাযোগ -০৩৩-২২৪৮৯৮০৮/২২৪৮৮১৭৩, ই-মেল : **chandisteelindustries@ gmail.com** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিগুলি সহ পুনর্নথিভুক্তর জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, শেয়ারসমূহ যা স্থানান্তরের জন্য পুনর্নথিভুক্ত করা হবে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ এর নিকট অব্যবস্থিত রয়েছে) সেগুলি কেবলমাত্র ডিমাট আকারেই ইস্যু করা হবে।

চণ্ডী স্ট্রিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

সীমা চৌধুরী

কোম্পানি সেক্রেটারি

মেম নং : এ২১২২৪

তারিখ : ২৯ নভেম্বর ২০২৫

স্থান : কলকাতা

বিক্ষোভে রেলের আন্ডারপাস তৈরি অথৈ জলে, বন্ধ কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অনেকটা দূরেই নির্জন এলাকায় তৈরি হচ্ছে রেলের আন্ডারপাস। আর তাতে নিরাপত্তার অভাববোধ করে শয়ে শয়ে মহিলা পুরুষ গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখালেন। এমনকি কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সরব হলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার কংগ্রেসেরই পঞ্চায়েত সদস্য-সহ কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় হাজির বিজেপির সাংসদ। রবিবার সকালে মালদার ইংরেজবাজার থানা এলাকার যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের যদুপুর গ্রামের ঘটনা। একদিকে বিক্ষোভ অন্যদিকে রাজনৈতিক বিতর্ক, সব মিলিয়ে রেলের আন্ডারপাস তৈরি অথৈ জলে, বন্ধ কাজ, শোরগোল মালদাজুড়ে।

পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার জেলাজুড়ে ৩৬ টি আন্ডারপাস তৈরির কাজ শুরু করেছে রেল। ইতিমধ্যেই অর্থ দেওয়া, জমি দেখে সেখানে কাজ শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই যদুপুরেও একটা আন্ডারপাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যদুপুর হাইস্কুলের পাশে রয়েছে একটা রেলগেট। কিন্তু আন্ডারপাস সেখানে না করে করা হচ্ছে তার থেকে ৫০০ মিটার দূরে, একটা খোলা মাঠে। আর সেখ ানেই আপত্তি গ্রামবাসীদের।

তাঁদের দাবি, রেলগেট সংলগ্ন জায়গাতেই করা হোক আন্ডারপাস। তাঁদের আশঙ্কা, মাঠের মধ্যে রেল আন্ডারপাস করলে সমস্যা অনেক। কারণ, ওই মাঠের মধ্যে দিয়ে বা পাশের রাস্তা দিয়ে সাতটি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে। পড়ুয়ারা স্কুলে যায়। আন্ডারপাস হলে অনেক ঘুরে যেতে হবে। তাছাড়া আন্ডারপাস হলে সেখানে সমাজবিরোধীদের আখড়া হবে, রাতে মহিলারা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে না।পাশাপাশি ওই মাঠ খে লাধুলো-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও কাজে লাগে।এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী জাসমিন বিবি, রুহুল শেখদের বক্তব্য, যদুপুর এলাকার যেখানে রেলের আন্ডারপ্রাস করার কথা, সেখানে না-হয়ে গভীর জঙ্গলের নির্জন জায়গা তৈরি করা হচ্ছে। রাতে ওই আন্ডারপাস দিয়ে মানুষ ভয়ে যাতায়াত করতে পারবে না, এলাকাটি এতটাই নির্জন। যে জায়গাটাই আন্ডারপাস হওয়ার কথা, সেখান থেকে কেন এতটা দূরে তৈরি করা হচ্ছে সে ব্যাপারে রেলের ঠিকাদার সংস্থা কোনও রকম সদুত্তর দিতে পারেনি। তাই এদিন ওই কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এসেছিলেন। তাকেও সমস্ত সমস্যার কথা জানানো হয়েছে।

এদিনের গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিক্ষোভ সামিল হয়েছিলেন স্থানীয় কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য সেনাউল ইসলাম তিনি বলেন, দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর আলোচনা ও সম্মতি নিয়েই এই কাজ করছে রেল। প্রয়োজনে ইশা খানই হোক বা রেল তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকিও দিয়েছেন কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এলাকা পরিদর্শন এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় যান উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি গিয়ে পৌঁছতেই বিক্ষোভকারী তাঁর কাছে তাঁদের আবেদন রাখেন রেলের আন্ডারপাস রেলগেটের পাশেই করার।

বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'গ্রামবাসীদের দাবির যুক্তি আছে। নির্জন জায়গায় যেখানে আন্ডারপাস তৈরির কথা বলছে সেখানে নিরাপত্তা সমস্যা অবশ্যই হতে পারে। নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে আন্ডারপাস হয় সে বিষয়টি দেখা হচ্ছে। অবশ্যই এব্যাপারে পূর্ব রেলের মালদা ডিআরএমের সঙ্গে কথা বলব। আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

ট্রেন থেকে যাত্রীর সামগ্রী চুরির অভিযোগে ধৃত কোচ অ্যাটেনডেন্টকে আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ট্রেন থেকে চুরি যাত্রীর সামগ্রী। ঘটনায় ধৃত কোচ অ্যাটেনডেন্টকে আদালতে পেশ করল পুলিশ। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, শিয়ালদহ-বালুরঘাট ট্রেনে করে ফিরছিলেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের চিকিৎসক গৌতম মিঞ্জি। ট্রেন থেকে নেমে টোটো করে তিনি ফেরার সময় লক্ষ্য করেন তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগটি তিনি ট্রেনেই ফেলে এসেছেন।

এরপর দ্রুত ট্রেন স্টেশনে ফিরে সংশ্লিষ্ট ট্রেনের কামড়ায় গিয়ে লক্ষ্য করেন তাঁর ব্যাগের চেন খোলা। ব্যাগটি ফিরে পেলেও ব্যাগের ভেতরে থাকা মানিব্যাগ ও হেডফোনটি মেলেনি। বিষয়টি নিয়ে কোচ অ্যাটেনডেন্টকে জানালে তিনি এই বিষয়ে কিছু জানেন না বলেই জানান। তবে কথা বলার সময় কোচ অ্যাটেনডেন্টের বক্তব্যে সন্দেহ হয় ওই চিকিৎসক ও তাঁর টোটোচালকের। পাশাপাশি কাগজে মুড়িয়ে মানি ব্যাগটি অন্যত্র লুকানোর চেষ্টা করছিলেন ওই কোচ অ্যাটেনডেন্ট বলেই তাঁরা লক্ষ্য করেন। তার কাছ থেকে মানিব্যাগ উদ্ধার হলেও হেডফোনটি ফেরত না পেয়ে বালুরঘাট জিআরপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন চিকিৎসক গৌতম মিঞ্জি। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ওই কোচ অ্যাটেনডেন্টকে আটক করে জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃতকে আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

এ বিষয়ে ওই চিকিৎসক গৌতম মিঞ্জি জানান, 'শিয়ালদহ থেকে বালুরঘাটে এসেছিলাম শিয়ালদা এক্সপ্রেস বি-টু ১২ নম্বর সিটে। আমি ব্যাগটি না-নিয়েই নেমে যাই। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কোচে গিয়ে দেখি আমার ব্যাগের চেন খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেখানেই গৌরাঙ্গ ঘুডুই নামের একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কিছু জানেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলে সন্দেহ হয় এবং পরবর্তীতে সে স্বীকার করে তার কাছে মানিব্যাগটি রয়েছে। সে মানিব্যাগটি ফেরত দিলেও হেডফোনটি ফেরত দেয়নি। তাই এ বিষয়ে বালুরঘাট জিআরপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' ধৃতকে বালুরঘাটে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে জিআরপি থানার পুলিশের তরফে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার বঙ্গানুবাদ করে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে সোমা চৌনি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সর্বকনিষ্ঠা বাঙালি মহিলা হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রীমদ্ভগবদগীতার বঙ্গানুবাদ করে 'ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে'র নিজের নাম তুলে ফেললেন বাঁকুড়া শহরের নির্মলডাঙা এলাকার বাসিন্দা সোমা চৌনি। পেশায় শিক্ষিকা সোমার কাছে অতি সম্প্রতি ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ড কর্তৃপক্ষের তরফে শংসাপত্র, মেডেল-সহ অন্যান্য সামগ্রী এসে পৌঁছেছে।

উল্লেখ্য, কলকাতার একটি নামী প্রকাশনী সংস্থা থেকে সোমা চৌনির বঙ্গানুবাদ করা শ্রীমদ্ভগতদগীতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলেও তা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে বলে খবর। বাড়িতে বসে সোমা চৌনি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, গীতা সারের সারমর্ম উপলব্ধি ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে যেকোন মানুষের জীবনযাপন সহজ হতে পারে। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বঙ্গানুবাদের পাশাপাশি প্রতিটি শ্লোকের অর্থও তাঁর বইতে দেওয়া রয়েছে। ফলে সকলের সহজেই বোধগম্য হওয়া সম্ভব। তবে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসের অধিকারিণী হয়ে একদিকে যেমন তাঁর ভালো লাগছে, অন্যদিকে তেমনই নতুন কিছু করার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে বলেও তিনি জানান।

জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মহামান্য ২য় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)

বারুইপুর আদালত সমীপে

মানি স্যুট নং ১১০-২০১৮ সালের

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে :

কানাড়া ব্যাঙ্ক (গড়িয়া শাখা)

১৯৭০ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ট্রান্সফার অব আন্ডারটেকিংস) আইনের অধীনে গঠিত কর্পোরেট সংস্থা, প্রধান কার্যালয় : ১১২, জে সি রোড, ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক এবং শাখা অফিস অন্যান্য সকলের মধ্যে ১৬৭, গড়িয়া মেন রোড, তেঁতুলতলা গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪, থানা -সোনারপুর (গড়িয়া শাখা)

... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী শঙ্কর প্রামাণিক, পিতা কার্তিক চন্দ্র প্রামাণিক, **স্বত্বাধিকারী : মেসার্স শঙ্কর এন্টারপ্রাইজ,** হোল্ডিং নং ৪৪৩, গড়িয়া বোরাল মেন রোড, পো -গড়িয়া, থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৮৪,দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

...বিবাদী

আবেদনকারী উক্ত মামলা দায়ের করেছেন **৪,৮৩, ২৫২.০০ টাকা** (চার লাখ তিরাশি হাজার দুশো বাহান্ন টাকা)আদায়ের জন্য।

আপনাদের এতদ্বারা সমন জারি করা হচ্ছে যে স্বয়ং/যথাযথভাবে ক্ষমতাদত্ত আইনজীবী/ যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা আইনি প্রক্রিয়া/শুনানির সময়ে হাজির হতে উক্ত মামলা বিষয়ে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে **৩০(ত্রিশ)** দিনের মধ্যে।

আরও অবগত হোন যে, নোটিস প্রকাশের **৩০ (ত্রিশ)** দিনের মধ্যে আপনি হাজির না হলে, মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনার অনুপস্থিতিতেই।

স্বা/- অনুরাধা নস্কর

২য় সিভিল জজ (সিনি. ডিভিশন)

তথা অ্যাসি. সেশন জজ

তারিখ : ২৬.১১.২০২৫ বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পরিচালন ব্যবস্থা পরিবর্তন বিষয়ে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি - স্কেল ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ) নির্দেশিকা, ২০২৩ এর ৪২.৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে নিম্নরূপ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে :

প্রয়াত শ্রী দ্বারিকা প্রসাদ তাঁতিয়ার অকাল মৃত্যুতে, বোর্ডে ডিপি তাঁতিয়া গ্রুপের প্রতিনিধির জন্য একটি শূন্যপদ দেখা দিয়েছে। নির্ধারিত ভারসাম্য এবং নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য, বোর্ড প্রয়াত শ্রী দ্বারিকা প্রসাদ তাঁতিয়ার পুত্র শ্রী অতুল তাঁতিয়াকে অ-নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করেছে। এই নিয়োগ প্রয়াত শ্রী দ্বারিকা প্রসাদ তাঁতিয়ার উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাবে এবং কোম্পানির পরিচালনায় ডিপি তাঁতিয়া গ্রুপের অব্যাহত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে।

কোম্পানি, জিপিটি সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের চিঠি নং KOL.DOR.NO.S738/01-01-005/2025-26 এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় উপরোক্ত পরিবর্তনের জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন পেয়েছে। এই নিয়োগের পর, পুনর্গঠিত পরিচালনা পর্ষদে থাকবেন ডঃ ওম তাঁতিয়া, শ্রী শ্রী গোপাল তাঁতিয়া এবং শ্রী অতুল তাঁতিয়া।

ব্যবস্থাপনায় প্রস্তাবিত পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো কোম্পানির নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা, কার্যকর তদারকি এবং শক্তিশালীকরণ। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরপরই এই পরিবর্তন কার্যকর হবে। এই বিষয়ে যেকোনো যোগাযোগ জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০১০৬-এ অবস্থিত কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ঠিকানা এবং প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ১৫, এন. এস. রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১-এ করা যেতে পারে।

পরিচালনা পর্ষদের নতুন গঠন, পরিচালনা পর্ষদের বিদ্যমান গঠন এবং উপরে উল্লিখিত কোম্পানির পক্ষে জারি করা হয়েছে।

জিপিটি সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

শ্রী গোপাল তাঁতিয়া

ডিরেক্টর

ডিন : ০০০০১৩৪৬

তারিখ : ২৯ নভেম্বর, ২০২৫

স্থান : কলকাতা

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭

CIN: L65190MH2004GOI148838

সংযোজনী ৪ [রুল-৮(১)]

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ মুক্ত করার প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ (বাস্তবিক) ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**ঋণগ্রহীতা:** ইনফিনিটি **সোনাল ভালোটিয়া** (ইনফিনিটি-র স্বত্বাধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী), **সোনম ভালোটিয়া** (ইনফিনিটি-র স্বত্বাধিকারীর **অনমোল ভালোটিয়া** (ইনফিনিটি-র স্বত্বাধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী)	১) **১৮.০৪.২০২৩** ২) **২৮.১১.২০২৫** ৩) **৩৯,৭২,৪১২.৭৭ টাকা** **২২.১২.২০২২** তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর সুদ, খরচ ও চার্জ।	স্ব-সম্পূর্ণ অফিস স্পেস নং ১৪ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ৩৩৮ বর্গফুট, জমিতে আনুপাতিক অংশ সহ, এবং যার **চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে- খোলা আঙ্গিনা; পূর্বে- অন্যান্য অফিস স্পেস নং ১৩; দক্ষিণে- সাধারণ পথ; পশ্চিমে- অন্যান্য অফিস স্পেস নং ১৫এ। যার নিচে প্রায় ২ বিঘা, ১২ কাঠা, ৬ ছটাক ও ১৫ বর্গফুট কমবেশি জমির উপর বহুতল ভবন নির্মিত, যা প্রেমিসেস নং ১, আর. এন. মুখার্জী রোড (পূর্বে যা ১২ মিশন রো ৩, লাল বাজার স্ট্রিট নামে পরিচিত ছিল) নামক -এ অবস্থিত এবং থানা - হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১। যার **চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে- লাল বাজার স্ট্রিট; পূর্বে- মার্টিন বার্ন হাউস এবং স্যার আর এন এম হাউসের জন্য সাধারণ পথ; দক্ষিণে- ৩/১, আর. এন. মুখার্জী রোড; পশ্চিমে- আর. এন. মুখার্জী রোড।

তারিখ: ০১.১২.২০২৫

স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রেমের সম্পর্ক না-মানায় অভিমানে যুগলের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: প্রেমের সম্পর্ক। প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল প্রেমিক। কিন্তু প্রেমিকের পরিবার সেই সম্পর্ক মানেনি। অভিমানে গলায় একই দড়ি জড়িয়ে আত্মঘাতী হল যুগল। পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি থানা এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁতুড়ি থানার তালবেড়িয়া গ্রামের যুবক রাহুল মুর্মু'র (১৯) সঙ্গে হুড়া থানার ধাদকিট্যাড় গ্রামের কিশোরী সুমিতা মুর্মুর (১৭) প্রেমের সম্পর্ক ছিল। রাহুল, সুমিতাকে নিয়ে নিজের গ্রামের বাড়িতে চলে আসে। কিন্তু রাহুলের পরিবারের সদস্যরা সেই সম্পর্ক মানেনি। তাই গত সোমবার দু'জনেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওই তরুণের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করার পরেও কোনও সন্ধান পায়নি। শনিবার রাতে তালবেড়িয়া গ্রামের অদূরে একটি জঙ্গলে দু'জনকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পৌঁছায় পুলিশের কাছে। দু'টি দেহে পচন শুরু হয়েছিল। আনুমানিক চার থেকে পাঁচদিন আগে আত্মহত্যা করেছে তারা বলে দাবি পুলিশের। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে রবিবার দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় সাতুড়ি থানার পুলিশ।

দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল পদের পরীক্ষায় সকাল থেকেই ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রবিবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল পদের পরীক্ষা। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের পরীক্ষা কেন্দ্রে সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীদের ভিড়। সকাল সাড়ে আটটা থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ শুরু হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হবে বেলা বারোটা থেকে দুপুরে একটা পর্যন্ত। দুর্গাপুরের সরকারি মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রেও দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা আসছেন। অতিরিক্ত বাস এবং অতিরিক্ত লোকাল ট্রেনও চলছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের চূড়ান্ত তৎপরতা রয়েছে। পরীক্ষার্থীরা বলছেন, 'কোনও সমস্যা হয়নি। আমরা প্রস্তুত।'

বাংলাদেশে বাউলদের সম্মান রক্ষা করার বার্তা দিলেন স্বপন বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাউল গানে প্রতিবাদে পথে নামলেন ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। পশ্চিম বাংলার হুগলি জেলায় চলন্ত ট্রেনে, পথে পথে ও বর্ধমানের পথে পথে, রাষ্ট্রপতির সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউল বাংলাদেশ সরকারকে বার্তা দিলেন। বাউলদের অত্যাচার, গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা চলবে না। বাউলদের রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বাউলকে অত্যাচার করে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরেছে। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের গোষ্ঠী বাংলাদেশে মিছিল করে স্লোগান দিচ্ছে একটা একটা বাউল ধর ধরে ধরে জেলে ভর। গানে গানে স্বপন বাউল বলেন বাংলাদেশে এর আগেও অগষ্ট বিপ্লবে যারা মুক্ত চিন্তা ধারক বাউল তাদেরকে অত্যাচার করেছিল। এবারে আবার

বাংলাদেশের নিশানায় বাউল শিল্পীরা। বাউল গানে বিদ্বেষ মূলক মন্তব্যের অজুহাত দেখিয়ে আবুল সরকার নামে এক বাউল শিল্পীকে অত্যাচার ও গ্রেপ্তার করে জেলে ভরেছে। প্রতিবাদে বাংলাদেশে ২৫০ বুদ্ধিজীবী পথে নামে তখনই বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের গোষ্ঠীর লোকজন মিছিল করে স্লোগান দেয় 'একটা একটা বাউল ধর, ধরে ধরে জেলে ভর।' রাষ্ট্রপতির পুরস্কার দেওয়া একতারা বাজিয়ে কোল ডুগী বাজিয়ে বাউল গান ধরেন। গানে গানে বলছেন ও বাংলাদেশের জামাতি ইউনিট গোষ্ঠীরে, বাউলদের দুক্ষ কষ্ট তোরা বুঝলি না। বিদ্বেষ মূলক মন্তব্যের অজুহাতে বাউলদের অত্যাচার, মারধর, করে জেলে ভরিস না। একটা একটা বাউল ধর, ধরে ধরে জেলে ভর, স্লোগান আর দিস না। এযে লজ্জা জনক ঘটনা। স্বপন বাউল বলেন লালনের দেশে বাউল গানে মিলনের কথা বলে, শুধু হিন্দু মুসলিম নয় সকল তরফের মিলন চায় বাউল। বাউলের জাত পাত ধর্ম রাজনীতি নাই। জীবন দর্শনে বাউলের মুক্ত কণ্ঠ রোধ করিস না। বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশের সকল লোক শিল্পী বাউল জনগণ এক জোটে প্রতিবাদ করো বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনের উদ্যেশ্যে সমাজ সচেতনের স্বপন দত্ত বাউল বলেন বাউল লোক শিল্পীরা আন্তর্জাতিক স্তরে সমাদৃত। বাউল গানে মিলনের কথা বলে। বাউল লোক কথা কয় মানুষের জীবন কথা বলে আধ্যাতিক চেতনা জায়গায়। সমাজের মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তোলে। বাংলাদেশের উদ্যেশ্যে বাউল গানে বার্তা দেন এপার বাংলা থেকে। বাউলদের অপমান করে অত্যাচার করবেন না জেলে ভরবেন না বাউলদের রক্ষা করুণ লোক কথা লোক শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখুন। বাংলাদেশকে এই মহতী বার্তা দিতে দেখে পশ্চিম বাংলার মানুষ মুগ্ধ।

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

জোনাল অফিস : কলকাতা

ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩ এন.এস. রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১ ফোন : ৯০৮৮১০৭৩৬২

ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in

দখল নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র নিকট নিম্নে উল্লিখিত বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবি পরিমাণ
১. শ্রী সমীরুদ্দিন আলি খান (ঋণগ্রহীতা), শ্রী আমিরুদ্দিন আলি খান (সহ ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি ফিরদৌসি বেগম (জামিনদাতা)। শাখা : তমলুক।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি অবস্থিত গ্রাম আত্তাতার মেদিনীপুর জেলা, থানা চণ্ডীপুর, পরিমাপ ৮২৭৬.৪০ বর্গফুট মোট ৪ রুম একতলা এবং সমুদয় ফিক্সচার এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** বরমপাথওয়ে (৭ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড); **দক্ষিণে :** প্লট নং ৫১, ৫২ (শেখ সিরাজুল এর ভবন); **পশ্চিমে :** প্লট নং ৮৩৫, ৩৯ (আস্তাউদ্দিনের খালি জমি); **দক্ষিণে :** প্লট নং ৩৭ (আনন্দ মাইতি এর খালি জমি)।	ক) **০৯.০৯.২০২৫** খ) **২৫.১১.২০২৫** গ) **১৯,৫৫,৯৬৪ টাকা** (উনিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার নশো চৌষট্টি টাকা) টাকা দাবি নোটিশ তারিখ ০৯.০৯.২০২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ
২. মেসার্স মা কালী গারমেন্টস স্বত্বা : শ্রী নাথুনি ঝা, শ্রীমতি সুধীরা ঝা (জামিনদাতা) এবং শ্রী চন্দন ঝা (জামিনদাতা)। শাখা : বেহালা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এস/০৯, পরিমাপ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট (এসবিইউএ) ৪র্থতলে, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে মৌজা : দক্ষিণ বেহালা, জেএল নং ১৬, তৌজি নং ৩৫১, আরএস নং ৮১, আরএস খতিয়ান নং ১৮০, দাগ নং ৯, প্রেমিসেস নং ৫২এ, রাম রোড, বোরো -১৪, ওয়ার্ড নং ১২৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৬১, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের বিস্তারিত; **দক্ষিণে :** রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্লেগ্রাউন্ড; **পূর্বে :** কেএমসি রোড ১২ ফুট; **পশ্চিমে :** অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের বিস্তারিত।	ক) **৩১.০৫.২০২৫** খ) **২৫.১১.২০২৫** গ) **১৭,৬৬,১৯৯ টাকা** (সতের লাখ ছেষট্টি হাজার একশ নিরানব্বই টাকা) টাকা দাবি নোটিশ তারিখ ৩১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ
৩. মেসার্স তমলুক কাঁচঘর, শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাঠক (ঋণগ্রহীতা), শ্রী মদুসূদন পাঠক এবং শ্রী নরেন্দ্র নাথ পাঠক। শাখা : অ্যাসেট রিকভারি শাখা।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি পরিমাপ ৬ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত জেএল নং ১৪৪, প্লট নং ৬৯ (আরএস) ৪১০৮ (এলআর), খতিয়ান নং ৫২/১ (আরএস) ৩৪৪৬ (এলআর) মৌজা : পদুমবাসন, থানা : তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ -৭২১৬৩৬, মালিকানা মধুসূদন পাঠক এর। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী দুর্গাপদ পাঁজা এর ভবন; **দক্ষিণে :** বরম পাথ পরে শ্রী সুধাশু; **পূর্বে :** মলয় কান্তি দাস এর ভবন; **পশ্চিমে :** পবিত্র পালের খালি জমি।	ক) **১৯.০৪.২০২৪** খ) **২৫.১১.২০২৫** গ) **৫২,৩৪,৫১৯ টাকা** (বাহান্ন লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশ উনিশ টাকা) টাকা দাবি নোটিশ তারিখ ১৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ
৪. শ্রী শেখ মোজাম্মেল হক এবং শ্রীমতি ইসমাতারা বেগম, শাখা : বর্ধমান	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি প্লট নং / এস নং/ সিটিএস নং /গ্যাট নং/ মিলকাট নং এলআর প্লট নং ১৯৭, ফ্ল্যাট/ভবন নং ১২, ভবন/উইং- তল-০১, ১২তম ডোর শেখ মোজাম্মেল জিটি রোড ফাগুপুর, পূর্ব বর্ধমান, ১২তম ডোর এরিয়া /গ্রাম -বর্ধমান, তালুক/ তেহশিল/ সাব জেলা : বর্ধমান, নগর-বর্ধমান-১, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১০১। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৬ ফুট চওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত রোড; **দক্ষিণে :** শেখ বাকি বিল্লা এর সম্পত্তি; **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত রোড; **পশ্চিমে :** শেখ মলয় এর সম্পত্তি।	ক) **২৩.০৭.২০২৫** খ) **২৬.১১.২০২৫** গ) **৫,৬৪,৮৩৫ টাকা** (পাঁচ লাখ চৌষট্টি হাজার আটশ পঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা দাবি নোটিশ তারিখ ২৩.০৭.২০২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ
৫. শ্রী সুধীর কুমার পান্ডে এবং শ্রীমতি অলকা পান্ডে শাখা : দুর্গাপুর।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৬-সি ব্লক এ, ৭মতল, জে কে পাল লেন বেনাচিতি দুর্গাপুর -৭১৩২১৩, পরিমাপ ১২৭২ বর্গফুট মৌজা - ভিরিঙ্গি, জেএল নং ১১৯, আরএস খতিয়ান নং ৫৬, পুরানো এলআর খতিয়ান নং ৯০০৫, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৯৭৭৯,আরএস প্লট নং ৫/২৮৩৩, এলআর প্লট নং ৮৯, সাব ডিভিশন এবং অতিরিক্ত সবা রেজিস্ট্রি অফিস -দুর্গাপুর, পোস্ট অফিস : বেনাচিতি, থানা : দুর্গাপুর, স্থানীয় দুর্গাপুর পুরসভা অধীন, আইডি নং ০০৬৬৮৫৭, হোল্ডিং নং ৭৩/এন, ওয়ার্ড নং ১৯, জেলা বর্ধমান পশ্চিম, পশ্চিমবঙ্গ, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ৬ডি; **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ।	ক) **২০.০৮.২০২৫** খ) **২৬.১১.২০২৫** গ) **৩৩,৯৮,৭৮১ টাকা** (তেত্রিশ লাখ আটানব্বই হাজার সাতশ একাশি টাকা) টাকা দাবি নোটিশ তারিখ ২০.০৮.২০২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ
৬. মেসার্স জীবন জ্যোতি সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, স্বত্বা : শ্রী সুখেন্দু কুমার ওঝা। শাখা : চৌরঙ্গি।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জীবন জ্যোতি ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কশপ এর নামে, চিহ্নিত জমি ওয়ার্কশপের জন্য **চৌহদ্দি : উত্তরে :** স্বপন কর এর জমি; **দক্ষিণে :** দুর্গাপদ পালের জমি; **পূর্বে :** স্বপন কর এর জমি; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া পাকা সড়ক।	ক) **১৭.০৭.২০২৫** (প্রকাশিত ০১.০৯.২০২৫) খ) **২৮.১১.২০২৫** গ) **২৪,৯৯,৫৩৮.৮৬ টাকা** (চব্বিশ লাখ নিরানব্বই হাজার পাঁচশ আটত্রিশ টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) টাকা দাবি নোটিশ তারিখ ১৭.০৭.২০২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে পরবর্তী সুদ সহ (প্রকাশিত ০১.০৯.২০২৫)

তারিখ : ০১.১২.২০২৫

স্থান : কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র'এর পক্ষে, চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার

টাকার বিনিময়ে পুলিশে চাকরির ভুয়ো নিয়োগ প্রক্রিয়া

প্রশ্ন বিলির সময় পুলিশি হানায় গ্রেপ্তার ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: টাকার বিনিময়ে রাজ্য পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে ভুয়ো নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছিল বুদবুদের দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের কলমডাঙা গ্রামে। গোপন সূত্রে খ বর পেয়ে বর্ধমান থেকে পুলিশের একটি দল হানা দিয়ে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার সাত সকালে তাদের বর্ধমান নিয়ে যাওয়া হয়। পাশাপাশি দু'টি ছোট গাড়ি ও পঞ্চায়েতের একটি জলের ট্যাংক আটক করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য পুলিশে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা নেওয়া হয় কয়েকশো বেকার যুবকের কাছে। শনিবার সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিলি করা হচ্ছিল কলমডাঙা গ্রামের জঙ্গলে। খবর পেয়ে সেখানে হানা দেয় পুলিশ। চাকরিপ্রার্থীরা পুলিশকে দেখে পালিয়ে যায়। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তরাও জঙ্গলে ভিতরে ঢুকে গা ঢাকা দিলেও ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে যারা এই প্রশ্নপত্র বিলি করার কাজ করছিল। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। বিজেপি নেতা কৃষ্ণ দয়াল কর্মকারের দাবি অবিলম্বে পুলিশের পরীক্ষা বাতিল করা হোক। গোটা রাজ্যজুড়ে দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। দেবশালার ঘটনা তার একটি নমুনা। শাসকদলের মদতে এই ঘটনা

ঘটেছে বলে বিজেপির দাবি।

যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য না-করলেও পঞ্চায়েতের জলের ট্যাংক আটকের বিষয়ে দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সোমনাথ চৌধুরী জানান,ওই গ্রামে একজন আত্মঘাতী হন।গ্রামের বাসিন্দা আশানুর নামের ব্যক্তি তার বাড়িতে জলের ট্যাঙ্কটি ভাড়া নিয়ে যায়। যেহেতু দু'দিন ছুটি তাই সেটা ফেরত হয়নি। তবে কলমডাঙা গ্রামের ঘটনার বিষয়ে তিনিও কিছু মন্তব্য করতে চান নি।

শনিবার পূর্ব বর্ধমান থানার সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে খবর আসে, রবিবারের পরীক্ষার আগে একটা র‍্যাকেট কাজ করছে। এরপরেই চলে অভিযান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিলি করা হচ্ছে, এমন অভিযোগ পেয়ে শনিবার বিকালে একযোগে বর্ধমান স্টেশন ও শহরে অভিযান চালায় বর্ধমান জিআরপি, বর্ধমান সাইবার ক্রাইম থানা ও বর্ধমান থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে তিন জনকে আটক করা হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার রাতে ফের বুদবুদ থানার কলমডাঙায় অভিযান চালায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ ও আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ। সাত জনকে ধরা হয় সেখান থেকে।

এই ১০ জনের মোবাইল চেক করে পাওয়া নথি ও জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১০ জনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ যখন বুদবুদ থানার দেবশালা পঞ্চায়েতের কলমডাঙা গ্রামে হানা দেয়, সেই সময়ে প্রচুর পরীক্ষার্থী সেখানে উপস্থিত ছিল। পুলিশকে দেখে পালানোর চেষ্টা করলে সাত জনকে ধরে ফেলে পুলিশ। তবে রবিবার পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই হয় বলে খবর। বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজি শ্যাম সিং ও পুলিশ সুপার সায়ক দাস বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। রবিবার, ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতরা নদিয়া, মালদা ও পুরুলিয়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তবে এই চক্রে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা এবং যে প্রশ পত্র বিলি করা হচ্ছিল, সেই প্রশ্নপত্রের সঙ্গে রবিবারের পরীক্ষার কোনও মিল আছে কিনা। এছাড়াও এই প্রশ্ন পত্র তারা কোথা থেকে পেয়েছে সমস্ত বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বামীকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ। ঘরে ঢুকতে বাধা স্বামীকে। জোর করে ঘরে ঢুকতে গেলে স্বামীকে চাকু মারার অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে স্বামীর। শনিবার গভীর রাতে মালদার বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট পঞ্চায়েতের উত্তর সালালপুর গ্রামের ঘটনা। রাতেই পুলিশ অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ওই মহিলা পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে এলাকারই কোনও যুবকের সঙ্গে। সেটি জেনে ফেলার কারণেই এভাবেই নিজের স্বামীকে চাকু দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে স্ত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বিশ্বজিৎ সরকার (৩১)। অভিযুক্ত স্ত্রী পম্পা রায় সরকার। বিশ্বজিতের পরিবারে চার বছরের একটি কন্যা রয়েছে। বিশ্বজিৎ গাজোল টোল ট্যাক্সে কাজ করতেন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বিগত ছ'বছর আগে বিশ্বজিৎ ও পম্পার মধ্যে ভালোবাসা করে বিবাহ হয়। পম্পার বাড়ি দক্ষিণ সালালপুর এলাকায়।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, এদিন রাত দেড়টা নাগাদ বাড়িতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল অশান্তি হয় । সেই চিৎকারও

নাকি আশেপাশের প্রতিবেশীরাও শুনতে পেয়েছিল। এরপরই হঠাৎ বিশ্বজিতের আত্মচিৎকার শুনে লোকজন ছুটে আসেন। তাঁরা দেখে হাতে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই মহিলা। উঠোনে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছে বিশ্বজিৎ। তড়িঘড়ি তাঁকে নিকটবর্তী সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। এরপরই গৃহবধূ পম্পাকে স্থানীয়রা ধরে পুলিশে হাতে তুলে দেয়।

মৃতের এক ভাই প্রসেনজিৎ সরকার বলেন, 'দাদা ও বউদি আলাদা বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতেন। মাঝেমধ্যে নেশা করতেন দাদা। কিন্তু যে কারণে খুন করার কথা পুলিশকে বউদি বলেছে সেটা মানা সম্ভব না। রাত করে বাড়িতে ফেরার জন্য একজন স্ত্রী তাঁর স্বামীকে কখনওই এভাবে কুপিয়ে খুন করতে পারে না। আমাদের ধারণা এই ঘটনার পিছনে পরকীয়া সম্পর্ক জড়িত রয়েছে। এমনকি ঘটনার সময় হয়তো বহিরাগত কোনও যুবক ঘরে ছিল। সেটা করতে আঁচ করতে পেরেছিল দাদা।'

যদিও পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বজিতের বুকের বাঁদিকেই কয়েকবার ধারালো চাকু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। যদিও পুলিশি জেরায় ধৃত ওই গৃহবধূ বারবার একই কথা বলেছে। প্রতিদিন রাতে নেশা করে দেরিতে ফিরত তার স্বামী। এমনকি তাকে মারধর করত। চরম অশান্তি চলত পরিবারে। সেই অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতেই এই ভাবেই ভয় দেখিয়ে হামলা চালায়। তবে খুন করার কোনও উদ্দেশ্য তার ছিল না। বামনগোলা থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

কৃষককের কাছে আধুনিক সেচ পরিষেবা পৌঁছল বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমায় বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম প্লাবিত এলাকা হল খানাকুল। এই জন্য প্লাবিত খানাকুলের কৃষকদের কাছে শীতের মরসুমে চাষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সব কৃষকদের সেচ কাজে সুবিধার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলার কৃষি সেচ যোজনার মাধ্যমে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে প্রশাসন।

খানাকুল বিধানসভায় মোট ১৮ জন কৃষককে সেচের জল নিকাশির সরবরাহ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং বেশ কয়েকটি জমিতে জল সরবরাহ শুরু হয়েছে।খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ১৮ জন চাষিকে সেচ প্রকল্প থেকে সাবসিটির মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনা নাম পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গে নাকি বাংলা কৃষি সেচ যোজনা হয়েছে। এমনটাই দাবি খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের। আসলে বাংলা কৃষি সেচ যোজনা হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি প্রকল্প যা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জল-সাশ্রয়ী সেচ সুবিধা স্থাপনে সাহায্য করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকরা ড্রিপ এবং স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য সরকারি আর্থিক সহায়তা পান। যার ফলে কম জল ব্যবহার করে বেশি ফসল ফলানো সম্ভব হয়। এটি মূলত ক্ষুদ্র-সেচ পদ্ধতির ওপর জোর দেয় এবং জল সংগ্রহ ও অন্যান্য জল

ব্যবস্থাপনার কাজেও সহায়তা করে। ড্রিপ সেচ গাছের শিকড়ে সরাসরি জল ফোঁটায় ফোঁটায় সরবরাহ করে, যা অত্যন্ত জল সাশ্রয়ী এবং সরাসরি গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী জল দেয়।

স্প্রিংকলার সেচ পাইপলাইন থেকে জল স্প্রে করে জমিতে, যা বৃষ্টির মতো প্রভাব তৈরি করে, তবে এতে বাষ্পভবনের কারণে বেশি জল নষ্ট হতে পারে। তবে কৃষকদের সেচ নিয়ে চিন্তা থাকে না। এই বিষয়ে খানাকুলের একজন কৃষক জানান, এই পদ্ধতিতে জমিতে সেচ কাজ করলে ফলন বেশি হবে। শীতকালীন ফসলে জল কম লাগে। বৃষ্টির মতো জল পড়লে জমিতে দ্বিগুন ফলন হবে। বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, এই প্রকল্প রাজ্য সরকার নিজের নামে চালাচ্ছে। আসলে এটি প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনার প্রকল্প।

কাজের চাপে বিএলও অসুস্থ, পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: আবারও কাজের চাপে গুরুতর অসুস্থ বিএলও। কলকাতার পিজি হসপাতালে চিকিৎসাধীন। হৃদরোগে আক্রান্তের পর প্যারালাইজ হয়ে আইসিসিইউতে চিকিৎসাধীন বিএলও শঙ্কর সিং। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৯ নম্বর বুথের বিএলও শঙ্কর সিং। এসআইআরের কাজের অত্যাধিক চাপেই তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে দাবি তাঁর স্ত্রী মামনি সরকার সিংয়ের। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে কলকাতা পিজি

হাসপাতালে ভর্তি করে।

মামনি সরকার সিং জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিএলও এর কাজের চাপে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। এই কাজ থেকে তিনি অব্যাহতি চাইছিলেন। কিন্তু তার কথা কেউ শোনেনি। গত শুক্রবার রাতে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। শনিবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হিঙ্গলগঞ্জে। বিএলএ টু মনোরঞ্জন সর্দার জানান, শঙ্কর সিং ভালো কাজ করছিলেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি ফর্ম দিয়ে আসেন এবং সেগুলির বেশিরভাগই সংগ্রহও করেন। কিছু বাকি আছে তবে পোর্টালে আপডেটের কাজ বেশ কিছুটা বাকি আছে। ফলে পরবর্তীতে কী হবে তাই নিয়ে এলাকার মানুষ চিন্তিত। কাজের চাপের কারণে তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।

টাকার বিনিময়ে পুলিশে চাকরি করে দেওয়ার অভিযোগে ধৃত সিভিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মোটা টাকার বিনিময়ে পুলিশের চাকরি করে দেওয়ার অভিযোগে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করল বসিরহাট থানার পুলিশ। অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার বছর ৩০ এর গণেশ বাছার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রাজ্যজুড়ে রবিবার পুলিশে চাকরির পরীক্ষা হয়। সেখানে কঠোর নিরাপত্তা। তার আগেই শনিবার গভীর রাত্তিরে বসিরহাট থানার অধীনে সিভিক ভলেন্টিয়ার বছর ৩০-এর গণেশ বাছার যার বাড়ি বসিরহাট পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তাতিপাড়ায় বাসিন্দা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের চাকরি দেয়ার নাম করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতারণা করেছেন। সেই অভিযোগ আসে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ

সুপার হোসেন মেহেদি রহমানের কাছে। খবর ছিল, তাই গোপন সূত্রে গিয়ে এই সিভিক ভলেন্টিয়ার কে গ্রেপ্তার করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ। রাজ্যজুড়ে পুলিশের চাকরি প্রার্থীদের পরীক্ষা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, তার মধ্যেই সিভিক ভলেন্টিয়ার গ্রেপ্তার নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাটে।

যত বড়ই নেতা হোক, কাজ না-করলে কেউ পদে থাকতে পারবে না, আমি গোপনে রিপোর্ট নেব: মানস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরই বাঁকুড়া জেলায় এসে পৌঁছোন রাজ্যে সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। প্রথমে বাঁকুড়া তৃণমূল ভবনে বৈঠক সারার পর দিনই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পূর্ববর্তী কোনও ঘোষণা ছাড়া এসআইআরের কাজ খতিয়ে দেখতে বেরিয়ে পড়েন তিনি। এদিন রানিবাঁধ বিধানসভার খাতড়ায় বিধায়ক কার্যালয়ে যেখানে ওয়াররুম করা হয়েছে সেখানে বসেই কর্মীদের দাওয়ার দেওয়া শুরু করেন মন্ত্রী মানস। তিনি বলেন, তাঁর যাওয়ার পরই দ্রুত তৎপর হয়ে কাজ শুরু করুন নইলে যে যত বড়ই নেতা হোন, একটা কারও পদ থাকবে না।

প্রসঙ্গত, বাঁকুড়ায় বেশিরভাগ ব্লকেই এনুমারেশেন সিট পূরণ ৯০ শতাংশ বেশি হলেও বেশ কয়েকটি ব্লকে অনেকটাই সেইকাজ পিছিয়ে। পঁচিশ দিন পেরিয়ে আর হাতে তিনটে দিন আছে তাই কি কড়া সুরে কর্মীদের হুঁশিয়ারি মানস ভুঁইয়ার? তবে বিজেপির দাবি, নির্বাচন কমিশনের এই স্পেশাল ইন্টেসিভ রিভিউ সিস্টেমে অনেক অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসক তৃণমূল শিবির। কারণ তারা বুঝে গিয়েছে অনেক অবৈধ ভোটার যাদের তারা মদত দিয়েছিল তাদের নাম বাদ যাওয়ায় ভোট ব্যাঙ্কও কমবে। এককথায় তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়াতেই মন্ত্রীর মাথার ঠিক নেই।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত পরিবারের পাশে সাংসদ সায়নী ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ভাতারের ভূমশোড় গ্রামে এসআইআর আতঙ্কে মৃত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল নেত্রী তথা সাংসদ সায়নী ঘোষ। সায়নী ঘোষ জানান যে, যখনই ভোট আসে তখন বিজেপি নেতৃত্বকে দেখা যায় বাড়ি বাড়ি ভোট চাইতে কিন্তু কোন বিপদে তাদের পাওয়া যায় না। এই দায় নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

গোটা রাজ্যে এসআইআর আতঙ্কে বেশ কিছু মানুষ মারা গিয়েছেন। সেরকমই অভিযোগ আনল ভাতারের ভূমশোড় গ্রামের একটি পরিবার। তাদের অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কে মারা গেলেন মাসতুরা খাতুন, বয়স ৪০। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ান তৃণমূল নেত্রী তথা সাংসদ সায়নী ঘোষ সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী, ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাসুদেব যশ, ভাতার গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অমিত হুই, ভাতার ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জুলফিকার আলী। সহ ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব।

পাচারকারী সন্দেহে বিএসএফের গুলি, মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পাচারকারী সন্দেহে বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার বানপুর মাটিয়ারি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বিএসএফ এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ নিয়ে আসে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর মৃতদেহটি কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিএসএফ আধিকারিকরা আসার পর মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে কী কারণে বিএসএফের গুলিতে পথচারীর মৃত্যু হল তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ। অন্যদিকে বিএসএফ সূত্রেও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া না-গেলেও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হয়তো পাচারকারী সন্দেহে থাকে গুলি করা হতে পারে।

আরামবাগ পুলিশের প্রচেষ্টায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরল শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শিক্ষাবন্ধু ও পুলিশের যৌথ প্রয়াসে একটি শিশুর প্রাণ বাঁচল। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল। পুলিশের তৎপরতায় গ্রিন করিডর তৈরি করে ওই শিশুকে কলকাতার পিজিতে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতেই এলাকার মানুষ সাধুবাদ জানায় ওই শিক্ষাবন্ধু ও আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে।

জানা গিয়েছে, গত ২৫ নভেম্বর গোঘাটের চাতড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র কাত্তিক পোড়ে স্কুলে খেলাধুলা করে যথা সময়ে বাড়ি ফেরে। প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি যে,কাত্তিককে সাপে কামড়েছে। সময় যত এগিয়েছে ছোট কাত্তিকের ক্লান্তি বেড়েছে। পরিবারের লোক বুঝতে পারে তাকে সাপে কামড়েছে। তৎক্ষণাৎ ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে জানায়। আর সময় নষ্ট না-করে পরিবারের লোকজন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা। ছোট কার্তিক ক্লাস টুর ছাত্র। তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় চাতড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষাবন্ধু তাপস বসুকে জানায়। তিনি তৎক্ষণাৎ আরামবাগ থানার আইসি ও এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীকে জানান।

সাপের কামড়ে আক্রান্ত ছোট কার্তিকের অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা স্থানান্তর করার নির্দেশ দেয়। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী সময় নষ্ট না-করে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামোনাশিস সেনকে জানিয়ে দেন। তাঁর নির্দেশে গ্রীন করিডর তৈরি করে কাত্তিককে কলকাতায় পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলে। বর্তমানে সে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা কিছু করিনি। এটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আরামবাগ পাঠশালার শিক্ষক তাপসবাবু আমাদের জানায়। তবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরে ভালো লাগছে। এখন সুস্থ আছে।' তাপসবাবুর মুখেও আনন্দের অশ্রু। কার্তিকের বাবা রমেশ পোড়ে বলেন, পুলিশের এই সহযোগিতা ভোলার নয়। অসংখ্য ধন্যবাদ পুলিশকে। আমার ছেলে পুলিশের জন্যই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে প্রান্তিক মানুষের জন্য 'পাঁচ টাকার শপিং মল'

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের পাঁচ মাথা মোড় সংলগ্ন দিশারী সংঘের মাঠে রবিবার দুপুর একটায় আয়োজিত হলো প্রান্তিক মানুষের জন্য অনন্য উদ্যোগ 'পাঁচ টাকার শপিং মল'। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বেনাচিতি স্বপ্নপূরণ এই একদিনের শপিংমল সাজায় অত্যাধুনিক শোরুমের আদলে, যেখানে শিশু-সহ সকল বয়সের মানুষের জন্য পোশাক, জুতো ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখা ছিল মাত্র পাঁচ টাকায়।

আয়োজকদের উদ্দেশ্য দান নয়, সম্মান দিয়ে পছন্দ করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সংগঠনের উপদেষ্টা সঞ্জয় সিট জানান, প্রান্তিক মানুষের স্বপ্নকে মূল্য দিয়েই এই উদ্যোগ, যা আগামী দিনে আরও বৃহৎ পরিসরে করা হবে। উদ্যোগে ভিড় ছিল লক্ষ্যণীয়,নতুন পোশাক হাতে পেয়ে বহু মানুষের মুখে ফুটে ওঠে উচ্ছ্বাস। আয়োজকদের মতে, এই কার্যক্রম সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সাহায্য মানেই শুধু দান নয়, মানবিকতার সম্মান দেওয়া।

রাজ্য পুলিশে কনস্টেবল পদে পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ডিভাইস-সহ আটক ৬ পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্য পুলিশে কনস্টেবল পদে পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ডিভাইস-সহ আটক হল ৬ পরীক্ষার্থী।রবিবার রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল পদের লিখিত পরীক্ষা। সকাল থেকেই প্রতিটি কেন্দ্রেই কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর সেই কঠোর নজরদারিতেই তেহট্ট ও পলাশিপাড়া মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে মোট পাঁচ পরীক্ষার্থীকে মোবাইল ডিভাইসসহ আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তেহট্টের জিৎপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই পরীক্ষার্থী, তেহট্ট উচ্চ বিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার্থী এবং বেতাই উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে আরও একজনকে মোবাইল ডিভাইস-সহ পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় ধরা হয়। এছাড়াও গোপীনাথপুর নেতাজী বিদ্যাপীঠে দুই পরীক্ষার্থী একই ভাবে আটক হয়েছে। অভিযোগ, পরীক্ষার্থীরা গোপনে মোবাইল ডিভাইস নিয়ে হলে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। নিরাপত্তার অংশ হিসেবে কেন্দ্রে প্রবেশের আগে তল্লাশি চলাকালীন তাদের আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সকলকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

বাঁকুড়ায় স্ত্রী-সন্তানকে পিষল ট্রাক, অল্পের জন্য রক্ষা ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় রাজ্য সড়কে একটি বাইককে ধাক্কা মারে দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রাক। বাইকে ছিল বাবা-মা ও ছেলে। ট্রাকের ধাক্কায় রাস্তাতে ছিটকে পড়েন তিনজনই। ট্রাকের চাকা মা ও ছেলের ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান ওই ব্যক্তি। স্ত্রী ও পুত্রকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েন তিনি। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার রসুলপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকারই বাসিন্দা ওই পরিবার। রবিবার বাইকে করে স্ত্রী ও সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া-বর্ধমান রাজ্য সড়ক ধরে রসুলপুরের দিক থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। পাত্রসায়র থানার রসুলপুরের দেউলি মোড়ের কাছে ঘটে ওই দুর্ঘটনা। পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রাক ওই বাইকটিতে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। ঘাতক ট্রাকের চালককে পাকড়াও করা হয়। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

শীত পড়তেই দক্ষিণ দিনাজপুরজুড়ে হাজির ভাঁপা পিঠা

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: শীত পড়তেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় শহর ও গ্রাম অঞ্চলে হাজির ভাঁপা পিঠা। সকাল ও সন্ধ্যায় বেশ ভালোই বিকোচ্ছে অতি সুস্বাদু ভাঁপা পিঠা। চালের গুঁড়োর সাথে নলেন গুড় এবং নারকেল কোরা মিশিয়ে এই পিঠে চট্ জলদি তৈরি হয়। মূলত মিষ্টি করার জন্য দেয়া হয় গুড়। স্বাদ বৃদ্ধির জন্য নারকেলের শাঁস দেয়া হয়। বছরের অন্যান্য মাসগুলোতে অনেকে অন্য পেশায় জড়িত থাকলেও শীতের প্রাক্কালে তারা ভাঁপা পিঠার ব্যবসায় মজে থাকেন। কামাইও নেহাত মন্দ নয় বলে জানান বিক্রেতারা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল শীত বাড়তেই কয়েকদিন থেকেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে ভাঁপা পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেছেন অনেকেই। এক ভাঁপা পিঠে বিক্রেতা উত্তম মাহাতো বলেন, 'অভাবের সংসার চালাতে অন্যসময় মিষ্টির দোকানে হাড়ভাঙা কাজ করলেও, শীতের দিনগুলিতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভাপা পিঠার ব্যবসা করি। আমি সাধারণত শুধুমাত্র সন্ধ্যাবেলায় এই ব্যবসা করি। ব্যবসায় স্ত্রী খুবই সহযোগিতা করে। চালের গুঁড়ো করা থেকে জ্বালানি জোগাড় করা সবকিছুই করে স্ত্রী। সন্ধ্যাবেলা পিঠা তৈরির উপকরণ ও সরঞ্জাম নিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে বসে পিঠা তৈরি করি। প্রতি জোড়া ভাঁপা পিঠে দশ-বারো টাকায় বিক্রি করি। তবে এবছর নলেন গুড় এবং নারকেলের দাম বেশি হলেও, ব্যবসার স্বার্থে পিঠের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে আকারে ছোট করতে হয়েছে। বলতে বাধা নেই ভাঁপা পিঠে চাহিদা থাকায় বিক্রয় ভালোই হয়। শুধুমাত্র একবেলা ব্যবসা করে ৩০০-৩৫০ টাকা লাভ হয়।'

মদন রবিদাস নামে এক ক্রেতা জানান, তাঁর শীতের খাবারের তালিকায় সংযোজন হয় এই ভাপা পিঠে। মূলত এটি একটি গ্রামীণ খাবার হলেও শহরে আসা গ্রামীণ মানুষের খাদ্য হিসেবে এটি শহরে বহুল প্রচলিত রয়েছে। এমনকি রাঙ্গা স্তাঘাটে, রেস্তোরাঁতেও আজকাল ভাপা পিঠা পাওয়া যায়।' সর্বপরি উত্তম মাহাতোর মতো অনেকেই সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট, পতিরাম, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, হরিরামপুর, কুশমন্ডি প্রভৃতি নানা স্থানে ভাপা পিঠে বিক্রয় করে রোজগার করছেন। শীতের সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় খুব কম পয়সায় ভাপা পিঠার স্বাদ আস্বাদন করতে অনেকেই ভাপা পিঠের দোকানে হাজির হচ্ছেন।

ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ আরও ৩৭ মাওবাদীর

সম্মিলিত মাথার দাম ৬৫ লক্ষ টাকা

রায়পুর, ৩০ নভেম্বর: অস্ত্র দূরে সরিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরছেন মাওবাদীরা। রবিবার ফের সেই ছবি দেখা গেল ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায়। পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর কর্তাদের উপস্থিতিতে এদিন আত্মসমর্পণ করেন ১২ জন মহিলা-সহ ৩৭ জন মাওবাদী। যার মধ্যে ২৭ জন মাওবাদীর মিলিত মাথার দাম ৬৫ লক্ষ টাকা।

মাও-মুক্ত ভারতের লক্ষ্যে গত মার্চে 'নকশাল আত্মসমর্পণ এবং আক্রান্তদের পুনর্বাসন নীতি ২০২৫' ঘোষণা করেছিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। যে প্রকল্পে মাওবাদীদের পুনর্বাসন, চাকরি, আর্থিক সহায়তা, আইনি সুরক্ষা দেওয়ার মতো একাধিক বিষয় উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে বস্তার পুলিশ রেঞ্জের 'পুনা মারঘাম' প্রকল্প।

রবিবার দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট গৌরব রাই জানান, যে মাওবাদীরা আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনিতা মাণ্ডবী ওরফে কুমালি, লদী মড়কম ওরফে গীতা, সোমা মাণ্ডবী ওরফে রঞ্জন এবং জাহাজ কালমু। এদের প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা করে। যারা আত্মসমর্পণ করলেন তাঁদের প্রত্যেককে পুনর্বাসন ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। লাগাতার পুলিশি অভিযানে একের কোণঠাসা মাওবাদীরা। এই অবস্থায় তাঁদের মূল স্রোতে ফেরাতে এইসব কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সরকারি হিসেবে গত ২০ মাসে শুধু দান্তেওয়াড়া জেলায় ৫০০-র বেশি মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। এছাড়া গত ২৩ মাসে গোটা ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীর সংখ্যা ২২০০-র বেশি। এই তালিকায় রয়েছেন একাধিক শীর্ষ মাওবাদী নেতা।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদকে পুরোপুরি নির্মূল করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্যে জোরকদমে শুরু হয়েছে কাজ। গত কয়েক মাসে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্যে আত্মসমর্পণ করেন কয়েকশো মাওবাদী। স্পষ্ট ভাষায় শাহ জানিয়েছেন, 'যারা হিংসাত্যাগ করে মূল স্রোতে ফিরছেন তাঁদের স্বাগত জানাই। কিন্তু যারা এখনও বন্দুক চালিয়ে যাবে তাঁদের নিরাপত্তা বাহিনীর মারণ শক্তির মুখোমুখি হতে হবে।'

দিতওয়ার দাপটে তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টি, মৃত তিন, ভাঙল বহু ঘরবাড়ি

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বর: শ্রীলঙ্কায় তাণ্ডব চালিয়ে ভারতের উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া। উপকূলের দিকে যত এগিয়ে আসছে, ততই হাওয়ার গতিবেগ বাড়ছে। সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে ভারী বর্ষণও। তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি উপকূল হয়ে এই ঝড় এগিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। তবে ঘূর্ণিঝড়ের জেরে তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ায় বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃষ্টির জেরে তুতিকোরিন এবং তাঞ্জাভুরে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য দিকে, ময়িলাদুরাইয়ে আরও এক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। তার জেরে গ্রামীণ এলাকায় দুশোরও বেশে কাঁচাবাড়ি ভেঙে গিয়েছে। গবাদি পশু-সহ ১৫০ প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়াও ৫৭ হাজার হেক্টর চাষের জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে গত দু'দিনের বৃষ্টিতে। ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

মৌসম ভবন এর আগে জানিয়ছিল, রবিবার সকালের মধ্যে তামিলনাড়ু-পুদুচেরী-দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে দিতওয়া। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আরও কাছে এগিয়ে আসার পর তার গতিবিধি নতুন করে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। দ্বীপরাষ্ট্রকে লন্ডভন্ড করে রবিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি উপকূল দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাবে বলে মৌসম ভবন আগেই জানিয়েছিল। কুড্ডালোর, নাগপট্টিনম, ময়িলাদুথুরাই, বিল্লুপুরম, চেঙ্গলপুট্টু-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-সহ ২৮টিরও বেশি বিপর্যয় মোকাবিল দল মোতায়েন করা হয়েছে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে। ভারী বৃষ্টির কারণে বিমান পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে। বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনের গতিপথও পরিবর্তন করা হয়েছে।

ব্রিটেনে ভারতীয় ছাত্রকে কুপিয়ে 'খুন'

লন্ডন, ৩০ নভেম্বর: ব্রিটেনে এক ভারতীয় ছাত্রকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। বছর ত্রিশের ওই যুবকের নাম বিজয়কুমার শেওরান। তিনি হরিয়ানার চরখি দাদরির বাসিন্দা। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ব্রিটেনে পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু কী কারণে তাঁকে খুন করা হল, তা এখনও জানা যায়নি।

জানা গিয়েছে, বিজয়কুমার ভারতে শুল্ক বিভাগে কাজ করতেন। পোস্টেড ছিলেন কোচিতে। সেই চাকরি ছেড়ে তিনি ব্রিটেনে পড়তে যান। বিজয়কুমারের দেহ ফেরাতে ইতিমধ্যেই তাঁর পরিবার লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে। পাশাপাশি, তারা চিঠি দিয়েছে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরকে।

গত ১৫ নভেম্বর রাতে ব্রিটেনের ওরচেস্টার শহরের সিটি সেন্টারে বিজয়কুমারের উপর হামলা হয়। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তাঁকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন এক পুলিশকর্মী। তড়িঘড়ি সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, কেউ বা কারা বিজয়কুমারকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপায়। তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে ফেলে রেখে সেখান থেকে চম্পট দেয়। তবে ব্রিটেনের পুলিশ এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি।

দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত অন্তত ১০

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বর: তামিলনাড়ুতে ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা। দু'টি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১০ জন। আহত অন্তত ২০ জন। শনিবার দুপুরে শিবগঙ্গা জেলার কুম্মনগুড়ির পথে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

তামিলনাড়ু

জানা গিয়েছে, একটি বাস তিরুপুর থেকে কারাইকুডি যাচ্ছিল, অন্যটি কারাইকুডি থেকে ডিন্ডিগুল জেলার দিকে যাচ্ছিল। গতির জেরেই দুর্ঘটনা কি না তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এক সপ্তাহের মধ্যে দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে সরকারি ও বেসরকারি বাসের মধ্যে এটি দ্বিতীয় বড় মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা। এর আগে তেনকাসি জেলায় দু'টি বেসরকারি বাসের সংঘর্ষে ছয় জন নিহত হন।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাটি ঘটে পিল্লাইয়ারপট্টি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে তিরুপত্তুর এলাকায়। তিনি বলেন, 'কমপক্ষে ১০ জন নিহত এবং ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।' প্রাথমিকভাবে স্থানীয়দের চেষ্টায় আহতদের দুমড়েমুচড়ে যাওয়া বাস থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাস থেকে উদ্ধারকাজ কঠিন হচ্ছিল। তারাই আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করে।

'ডিজিটাল অ্যারেস্ট', প্রায় ২ কোটি টাকা খোয়ালেন হায়দরাবাদের বৃদ্ধ

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর: দেশজুড়ে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' প্রতারণার ফাঁদ। তারই শিকার হলেন বছর একাত্তরের এক বৃদ্ধ। খোয়ালেন ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। পুলিশ সেজে তাঁর কাছ এই বিপুল পরিমাণ টাকা প্রতারকরা হাতিয়ে নেয় বলে খবর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদে। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৭ নভেম্বর ওই বৃদ্ধের হোয়াটসঅ্যাপে একটি ভিডিও কল আসে। পুলিশ আধিকারিক পরিচয় দিয়ে তাঁকে ফোন করে প্রতারকরা। অভিযোগ, বৃদ্ধকে ভয় দেখিয়ে বলা হয়, তাঁর আধার কার্ড ব্যবহার করে বেআইনি কাজ করা হচ্ছে। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমনকী তাঁকে গ্রেপ্তারির ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, বৃদ্ধকে একটি ভুয়ো এফআইআর-এর কাগজও দেখানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর টানা সাতদিন ধরে তাঁর কাছ থেকে মোট ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় অপরাধীরা। অবশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে ওই বৃদ্ধ পুলিশের দ্বারস্থ হন। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই ২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারা প্রত্যেকেই হায়দরাবাদের বাসিন্দা। বর্তমানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ময়দান

৫২ ম্যাচে ১৪৫টা গোলের মালিক ১২ বছর বয়সী ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি করে বিতর্কে নাইকি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বার্সেলোনা নামটাই ফুটবলারদের কাছে একটা স্বপ্ন। যে ক্লাবের জার্সি গায়ে চড়ানোর সুযোগ পেলে সহজে কেউ তা হাতছাড়া করেন না। এমনকি করতে চানও না। আর কেনই বা করবেন, ক্লাবটাতো আর যে সে নয়, বার্সেলোনা বলে কথা। ফুটবল বিশ্বে কত বড় বড় তারকারা এই ক্লাবের জার্সি পরে মাঠ কাঁপিয়েছেন, সেই তালিকায় রয়েছেন লিওনেল মেসি, জাভি হার্নান্ডেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, সের্হিও বুসকেটস, কার্লোস পুয়োল, পেপ গার্দিওলাখ নামের তালিকাটা অনেকটা লম্বা। সেই তালিকায় যুক্ত হতে পারে আরও বেশ কিছু নাম। যেমন ভিক্টর ভালদেস, সেস্ক ফ্যাব্রেগাস, জর্দি আলবা, থিয়াগো আলকানতারা, গাভি, আনসু ফাতি, লামিনে ইয়ামাল।

ফুটবল বিশ্বে এরা সবাই পরিচিত বার্সেলোনার দৌলতে। এই কথা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। কেননা সকলেই বার্সার ফুটবল অ্যাকাডেমি 'লা মাসিয়া' থেকেই উঠে এসে এরা সবাই আজ কিংবদন্তী। এবার সেই অ্যাকাডেমি থেকে উত্থান হয়ে ইতিমধ্যে নজর কাড়তে শুরু করেছেন ১২ বছর বয়সী ডেসটিনি কোসিসো এজিফোর।

ডেসটিন তাঁর বিস্ময় প্রতিভার দৌলতে ইতিমধ্যেই স্থান করে নিয়েছেন কাতালানদের বয়স ভিত্তিক দলে। এই কিশোর ফুটবল পায়ের গোল করার নজির দেখলেই বোঝা যাচ্ছে আগামী দিনে বিশ্ব ফুটবলকে আরও এক তারকা দিতে চলেছে স্পেনের ক্লাবটি। এই বয়সেই এমবাপে, ইয়ামলদের সঙ্গে তাঁর নাম নিয়ে আলোচা শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ একটাই, ডেসটিনির গোল করার ক্ষমতা।

কাতালানদের ক্লাবে এসে প্রথমেই নিজের জাত চিনিয়েছিলেন ডেসটিন। অনুর্ধ্ব-১২ দলের অনুশীলনে ৯ ম্যাচে করেছিলেন ১৬টি গোল। কিন্তু গত বছর সাত জনের দলে খেলে ৫২ ম্যাচে করেন ১৪৫টি গোল। যা দেখে টনক নড়ে যায় সবার। এমনকি ডেসটিনের এই পারফরম্যান্সের কারণেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা নাইকি।

এরপরই শুরু হয় বিতর্ক। কেননা ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী কোনও খেলোয়াড় ১৬ বছর বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত এবং প্রথম পেশাদার চুক্তি না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে প্রতিনিধিত্বমূলক চুক্তি করতে এজেন্টদের বারণও করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম জানা গিয়েছে, এমন কোনও নিয়ম নেই, যা এজেন্টদের ওই বয়সের আগেই কোনও উঠতি খেলোয়াড় এবং তাঁর পরিবারকে বাণিজ্যিক চুক্তি,সংক্রান্ত পরামর্শ দিতে বাধা দিতে পারে। এর আগেও এইরকম ঘটনা ঘটেছে। এখন দেখা যাক শেষ ডেসটিনকে নিয়ে এই বিতর্কের রেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ধোনির শহরে রাজা কোহলি! রোহিত গড়লেন ছক্কার নজির, প্রোটিয়াদের সামনে লক্ষ্য ৩৫০

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট রোম্যান্সের নতুন অধ্যায় যেন তিনি নিজেই রচনা করেন। ক্রিকেট যদি ধর্ম হয়, তবে তিনি সেই ধর্মের নিষ্ঠাবান সাধক;বিরাট কোহলি। ঘাম, রক্ত, অধ্যবসায় আর ইস্পাত কঠোর মানসিকতা দিয়ে যিনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন এক প্রকৃত যোদ্ধায়। সময়ের সঙ্গে ক্রিকেট বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু কোহলি নামটি যেন ভারতীয় ক্রিকেটের আবেগ, বিশ্বাস আর অদম্য লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ক্যারিয়ারের প্রথম দিন থেকেই বিরাটকে হাঁটতে হয়েছে কাঁটায় ভরা পথে। তাঁর সাফল্য কখনও সহজে আসেনি। সমালোচনা, চাপ, ব্যর্থতা;সব কিছুকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অনেকেই মুখে মুখে বলতে শুরু করেছিলেন;কোহলির সময় নাকি ফুরিয়ে আসছে। জাতীয় দলে তাঁর জায়গা নাকি আর নিশ্চিত নয়। কিন্তু বিরাট কোহলির পরিচয়টাই হল;নিন্দুকদের ভুল প্রমাণ করা। ঠিক সেটাই করলেন তিনি আবারও। মহেন্দ্র সিং ধোনির ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যেন আগুন ঝরল তাঁর ব্যাটে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকানোর পর ফের সেঞ্চুরির উৎসব। বাউন্ডারি মেরে তিন অঙ্কে পৌঁছনোর সেই দৃশ্য যেন সারা দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের শিহরণ জাগিয়ে তুলল। ওয়ানডে ফরম্যাটে ৫২ তম শতরান;একটি ফরম্যাটেই সর্বাধিক শতরানের বিশ্বরেকর্ড। তাঁর ব্যাটিংয়ে ছিল পুরনো আগ্রাসনের ঝলক, ছিল আত্মবিশ্বাস, ছিল সেই অদম্য লড়াইয়ের স্পিরিট। যেখানে তরুণ ব্যাটাররা দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং আক্রমণের সামনে হাঁফ ছাড়ছেন, সেখানে কোহলি যেন সিংহাসনে বসা রাজা;ক্ষমতাধর, নির্ভীক, ধ্বংসাত্মক। যশস্বী জয়সওয়াল দ্রুত ফিরে গেলে রোহিত শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে জুড়লেন ১৩৬ রানের অসামান্য জুটি। আপার কাটে মারলেন ছক্কা;এক মুহূর্তে ভেঙে গেল টেন্ডুলকরের সেঞ্চুরিয়নের স্মৃতি। রোহিত ৫৭ রানে থেমে গেলেও কোহলি ছিলেন থামার পাত্র নন। প্রতিটি বল যেন জানাচ্ছিল;তআমি এখনও শেষ হয়ে যাইনি।দ ক্রিকেটারদের 'ফর্ম ইজ টেম্পোরারি বাট ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট';এই বিখ্যাত বাক্যটি যেন কোহলিকে নিয়েই লেখা। তিন ম্যাচের বিরতির পর মাঠে নেমেই তিনি এমন নিয়ন্ত্রণ, এমন ভারসাম্য, এমন ব্যাট চালনা দেখালেন, যেন প্রতিদিনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অনুশীলন করে যাচ্ছেন। শরীরের ভঙ্গিমা, পায়ের মুভমেন্ট, শটের নির্বাচন;সব কিছুই ছিল প্রায় নিখুঁত। এই বয়সেও তিনি ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। যেদিন কোহলি রান তোলেন, সেদিন দেশের শ্বাসপ্রশ্বাসও যেন তাঁর ওপর নির্ভর করে। আজও তাই;৮৩তম আন্তর্জাতিক শতরান যেন গোটা দেশকে আবার মনে করিয়ে দিল, কোহলির নামের পাশে 'বিরাট' শব্দটি শুধুই বিশেষণ নয়, বাস্তবতা। এবারও প্রশ্ন উঠবেই;২০২৭ বিশ্বকাপে কোহলি কি দলের পরিকল্পনায় থাকবেন? যদি কেউ কেবল রান, ফিটনেস আর মানসিক দৃঢ়তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়, তবে উত্তর একটাই;হ্যাঁ, তাঁকে ছাড়া ভাবা যায় না। ক্রিকেট ঈশ্বর শচীন তেণ্ডুলকরের অবিশ্বাস্য রেকর্ড স্পর্শ করা হয়তো সহজ নয়। কোহলি হয়তো আজ সেই কক্ষপথ থেকে কিছুটা দূরে। কিন্তু ইতিহাস যখন বিচার করবে, তখন লিখবে;একজন মানুষ ছিলেন, যিনি ঈশ্বরকে ছোঁয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন এবং বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়েও রান করে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম;বিরাট কোহলি।

আইপিএলে শেষ হলো দ্রে-রাস যুগ! আবেগঘন পোস্ট কিং অফ বলিউডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলকে 'বিদায়' বলে আবেগপ্রবণ করে তুললেন আন্দ্রে রাসেল। কেকেআরের সঙ্গে নয় মৌসুমের সম্পর্কের পর অবশেষে ব্যাট,বল হাতে আইপিএলকে বিদায় জানান ক্যারিবিয়ান সুপারস্টার। আর সেই ঘোষণায় সবচেয়ে বেশি আবেগময় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষের অন্যতম ; কলকাতা নাইট রাইডার্সের কর্ণধার শাহরুখ খান। সমাজমাধ্যমে রাসেলের অবসর পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলিউড বাদশা তাকে জানালেন ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা এবং নতুন অধ্যায়ের জন্য শুভেচ্ছা। রাসেল গতরাতে সামাজিক মাধ্যমে লিখে জানান, আইপিএলের মঞ্চে আর তাঁকে দেখা যাবে না। কেকেআরের জার্সি তাঁর দ্বিতীয় ঘর ; তাই কলকাতার বিরুদ্ধে কোনওদিন খেলতে চান না। সেই কারণে নিলামে নাম না তুলেই টুর্নামেন্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত। তাঁর এই ঘোষণা মুহূর্তে ঝড় তোলে ক্রিকেট মহলে, আর আবেগে ভাসিয়ে দেয় কেকেআর সমর্থকদের। ঠিক সেই সময়েই সামনে আসে শাহরুখ খানের মন্তব্য ; যেখানে কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ প্রকাশের পাশাপাশি ফুটে ওঠে জার্সির রঙের প্রতি রাসেলের চিরন্তন ভালোবাসার স্বীকৃতি।শাহরুখ লিখেছেন, তদুর্দান্ত স্মৃতির জন্য ধন্যবাদ আন্দ্রে। তুমি আমাদের উজ্জ্বল বর্ম পরা নাইট। কেকেআরের ইতিহাসে তোমার অবদান বইয়ের পাতায় লেখা থাকবে। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে তোমার ক্রীড়াজীবনের আরেক নতুন অধ্যায়।দ তিনি আরও জানান, রাসেল আইপিএলে ক্রিকেটার হিসেবে নয়, এবার নতুন রূপে ফিরবেন ; কেকেআরের পাওয়ার কোচ হিসেবে। শাহরুখের ভাষায়, তবেগুনি,সোনালি জার্সি পরা আমাদের ছেলেদের শক্তি, জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলবে তুমি। অন্য কোনও জার্সি তোমার সঙ্গে মানাত না। মাসল রাসেল, তোমাকে ভালোবাসি।দ ২০১৪ সালে কেকেআর দলে যোগ দেন রাসেল। তারপর থেকে শুধু ম্যাচ নয়, দল, শহর ও সমর্থকদের আবেগের অংশ হয়ে ওঠেন তিনি। ইডেনের গ্যালারিতে 'রাসেল,রাসেল' ধ্বনি বহুবার ম্যাচ ঘুরিয়ে দিয়েছে;আর মাঠে সেই অবিশ্বাস্য পাওয়ার,হিটিংয়ে নাইটরা পেয়েছে অসংখ্য স্মরণীয় জয়। মাঝের দু'মরসুমে ফর্মের ওঠানামা থাকলেও কেকেআর তাঁর প্রতি আস্থা হারায়নি এবং রাসেলও কখনও কলকাতা ত্যাগের কথা ভাবেননি। তাই যখন নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল, সেই সম্পর্কের সম্মান রেখেই আইপিএল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। বিদায় বললেও সম্পর্কের পর্দা নামছে না। রাসেল থাকছেন কেকেআরেরই অংশ ; এবার ড্রেসিং রুমে 'পাওয়ার,মাস্টার' হিসেবে। মাঠের ব্যাটিং বিস্ফোরণ না থাকলেও তাঁর উপস্থিতি জ্বালিয়ে রাখবে নাইট বাহিনীর মনোবল। আর সমর্থকদের বুকেও অমর হয়ে থাকবে নাম ; আন্দ্রে 'মাসল' রাসেল।

জন্মবার্ষিকীর দিনেই জয় বার্সার, ইপিএল-এ জয় সিটির, হার পিএসজি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৯ নভেম্বর তারিখটা বার্সেলোনার সমর্থকদের কাছে এক বিশেষ দিন। কেননা আজ থেকে ঠিক ১২৬ বছর আগে বার্সেলোনার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। চলতি বছরের সেই দিনেই লা লিগার ম্যাচে জয়ের মুখ দেখল কাতালানরা। প্রতিপক্ষ আলাভেসকে ৩-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করলেন লামিনে ইয়ামল-লেওয়ানডস্কিরা। ক্যাম্প ন্যুর দলটির হয়ে জোড়া গোল করলেন দানি ওলেমাও। অপর একটি গোল লামিনে ইয়ামলের।

নিজেদের ঘরের মাঠে যখন গ্যালারিতে উপস্থিত দর্শকরা যখন সবে মাত্র আসন গ্রহণ করে বসতে শুরু করেছেন, সেই সময়ই বার্সার জালে বল জড়িয়ে সবাইকে নিশ্চুপ করে দিয়েছিলেন আলাভেসের ফুটবলার পাবলো লিবানেজ। ম্যাচের বয়স তখন মাত্র ১ মিনিট।তবে গোল খেয়ে সমতায় ফিরতে বেশি সময় নিল না হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সা। অভিজ্ঞ লেওয়ানডস্কির পাস থেকে গোল করে কাতালানদের ম্যাচে ফেরান লামিনে ইয়ামল।

WBCADC Bagnan Project, Howrah

E-TENDER NOTICE

E-bids are invited by the Officer-in-Charge WBCADC Bagnan Project, Tenpur Nabasan, Bagnan, Howrah, Pin-711303 for the **Construction of 1 No. Duck House at Garchumuk Farm,** 58 Gate, Shyampur, Howrah, Pin-711315 of NIT No. **-02/E/2025-26 & ID No.-2025_PRD_959284 in the website www.wbtenders.gov.in**

DUM DUM MUNICIPALITY

44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

Memo No. : 1086/DDM/GEN/2025 Date : 29/11/2025

EMPLOYMENT NOTICE

Applications are invited from the eligible interested candidate who must have medical qualifications included in the 1st or 2nd schedule of part-2 of the 3rd schedule of Indian Medical Council Act-1956 and registration as medical practitioner of West Bengal with desirable qualifications of 2 years practicing experience for filling up of the vacant post of Health Officer under Dum Dum Municipality purely on contract initially for a period of 1 (one) year from the date of joining. Interested candidates can apply within 15th December, 2025 until 5:00 pm.

The candidates will have to apply in the prescribed application format to be downloaded from the official website of Dum Dum Municipality (www.dumdummunicipality.co.in) and SUDA official website (https://sudawb.org) and Notice board of Dum Dum Municipality Office.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ১ ডিসেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

ইমিউনিটির সাবেক ধারণা বদলে

চিকিৎসায় নোবেল জয়

ড. গৌতম সরকার

মানবদেহ সত্যিই এক জটিল ধাঁধা। .আমাদের চারপাশে লক্ষ লক্ষ ক্ষতিকর ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অণুজীব ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ পেলেই অ্যাটাক করবে। তবু আমরা সুস্থ থাকি, পরিশ্রম করতে পারি, প্রতিকূল পরিবেশে দিনাতিপাত করি। কিভাবে? নিশ্চয়ই এমন কোনও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া আমাদের শরীরে নিত্য কাজ করে চলেছে যার কারণে এটা ঘটে থাকে। সেই জৈবিক প্রক্রিয়াই হল 'রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা'। এটি এমন একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং পরজীবীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। আমাদের শরীরে রক্তের মধ্যে লিম্ফোসাইট নামক এক ইমিউনো কোষ থাকে যার কাজ হল বাইরে থেকে আসা জীবাণু বা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠা এবং ইমিউনো-রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করা। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। অনেক সময় দেখা যায় এই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভারসাম্য হারিয়ে শরীরের সুস্থ কোষগুলিকে শত্রু মনে করে আক্রমণ করে করে বসছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থাইটিস, সিস্টেমিক লুপাস এরিথোমোটোসাস, ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবিটিস মেলিটাস, অটো-ইমিউন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার মতো বিভিন্ন অটো-ইমিউন রোগ। মানবশরীরে এই বিপদ যাতে না ঘটে তার জন্য এক বিশেষ ধরণের লিম্ফোসাইট কাজ করে, যেগুলি রেগুলেটরি লিম্ফোসাইট বা সংক্ষেপে টি-রেগ নামে পরিচিত। এরা টি.এফ বিটা, ইন্টারলিউকিন-১০ এর মতো ইমিউনো-সাপ্রেসিভ সাইটোকাইনিন নির্গত করে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এই সমস্ত টি-লিম্ফোসাইট সেল মানব শরীরের সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। এই নজরদারি কোষ আবিষ্কার এবং তাদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যার স্বীকৃতি হিসেবে তিন বিজ্ঞানী চিকিৎসককে এই বছর শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রধানত দুই ধরণের হয়-একটি জন্মগতভাবে শরীরে থাকে অর্থাৎ সহজাত, আর অন্যটি অভিযোজিত বা অর্জিত। এই অর্জন পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের ফলে ঘটে থাকে। সহজাত ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা হল শরীরের প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা, যেটা একটি শিশুর মধ্যে জন্মের সময়কাল থেকেই থাকে। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার অস্ত্রশস্ত্রগুলি হল ত্বক, মুখ নিঃসৃত লালারসের মধ্যে থাকা এনজাইম এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ বা কিলার সেলস। অন্যদিকে অভিযোজিত অনাক্রম্যতা নির্দিষ্ট প্যাথোজেনের সংস্পর্শে আসার পর তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় শরীরে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলিকে চিহ্নিত করে ধ্বংস করে।

'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স'-এর উপর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ২০২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন দুই মার্কিনী বিজ্ঞানী মেরি ই. ব্রুনকো, ফ্রেড র‍্যামসডেল এবং জাপানি চিকিৎসক বিজ্ঞানী শিমন সাকাগুচি। 'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' হল এমন একটি ব্যবস্থা যেটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখে। এটি একদিকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অকেজো হয়ে যাওয়া থেকে আটকায়, অন্যদিকে, শত্রু পরজীবীগুলিকে চিহ্নিত করে এবং শরীরের সুস্থ কোষগুলিকে ভুলবশত আক্রমণ করতে দেয় না। এই দ্বিতীয় অঘটনটি ঘটে গেলে চিকিৎসাশাস্ত্রে তাকে বলা হয় 'অটোইমিউন ডিসঅর্ডার'। এই ডিসঅর্ডারের ফলে মানবদেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুলবশত নিজের কোষ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে আক্রমণ করতে শুরু করে। এতে করে সৃষ্টি হয় একাধিক রোগ, চিকিৎসা বিজ্ঞানে যার নাম 'অটোইমিউন ডিজিজ '।

এতদিন ভাবা হত শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে বুকের বাঁদিকে ফুসফুসের মধ্যে থাকা চার থেকে ছ মিটার লম্বা এবং পঞ্চাশ গ্রামেরও কম ভারযুক্ত থাইমাস। চিকিৎসক গবেষকরা বিশ্বাস করতেন শরীরে প্রয়োজনীয় ইমিউন সহনশীলতা তখনই গড়ে ওঠে যখন সেন্ট্রাল টলারেন্স প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষতিকর কোষগুলো থাইমাসে এসে ধ্বংস হয়। ১৯৯৫ সালে সাইমন সাকাগুচি নামের এক তরুণ জাপানি এক বিশেষ আবিষ্কারের সাহায্যে বোঝালেন যে, সেন্ট্রাল ইমিউনিটির ভাবনাটি পুরোপুরিভাবে থাইমাস কেন্দ্রিক নয়। সাকাগুচির মতে বাস্তবে ইমিউন সিস্টেম অনেক বেশি জটিল। তিনি একটি অজানা ইমিউন কোষ আবিষ্কার করেন যেটা আমাদের শরীরকে অটো-ইমিউন রোগের হাত থেকে বাঁচায়। এই কোষগুলি নিরাপত্তারক্ষীর মত নজরদারি চালায়, শরীরের নিজস্ব কোষগুলিকে ভুলবশত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং বাইরে থেকে আসা ক্ষতিকর জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে। নাকাগুচি আবিষ্কৃত এই কোষগুলি নাম হয় 'রেগুলেটরি টি-সেলস'। এরপর ২০০১ সালে মেরি ব্রুনকো ও ফ্রেড র‍্যামসডেল অন্য আরেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেললেন। 'স্কার্ফি' নামের এক নির্দিষ্ট প্রজাতির ইঁদুরের অটোইমিউন রোগ হওয়ার ঝুঁকি কেন বেশি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন তাঁরা তাঁদের গবেষণাপত্রে জানান, এই প্রজাতির ইঁদুরের শরীরে 'ফক্সপি৩' নামক জিনে এমন এক ধরনের মিউটেশন রয়েছে যা তাদের মধ্যে এই রোগের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। এই আবিষ্কারের সূত্র ধরে তাঁরা আরও জানান, কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রেও এই ধরনের জিনগত পরিবর্তন বা মিউটেশন অটোইমিউন ডিসঅর্ডারের ঝুঁকি বাড়ায়। মানব শরীরে মিউটেশন ঘটলে 'আইপেক্স' নামের এক গুরুতর অটোইমিউন রোগের সৃষ্টি হয়। এর ঠিক দু'বছর পর শিমন সাকাগুচি আরেকবার তাঁর আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন। তিনি এক অসামান্য সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেখালেন যে 'ফক্সপি৩' ১৯৯৫ সালে তাঁর আবিষ্কৃত কোষগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই রেগুলেটরি টি-সেলগুলির বৈশিষ্ট্য হল এরা একাধারে ইমিউন কোষগুলির উপর নজরদারি চালিয়ে ক্ষতিকর ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া গুলিকে চিহ্নিত করে এবং অন্যাধারে নিশ্চিত করে যাতে করে মানবদেহের কোনও টিস্যু আক্রান্ত না হয়। সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের নোবেল অ্যাসেম্বলি জানিয়েছে, এই তিন বিজ্ঞানীর সম্মিলিত কাজ আগামী দিনে অটোইমিউন ডিসঅর্ডার সম্পর্কে গভীরে গিয়ে জানতে এবং ক্যান্সার ও অন্যান্য ইমিউনোথেরাপি গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। নোবেল কমিটি আরও জানিয়েছে, তাঁদের গবেষণা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে অতীত ধারণার বদল ঘটিয়েছে। তাঁরা মানবশরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার নিরাপত্তারক্ষী নিয়ন্ত্রণকারী টি-সেল চিহ্নিত করে অটোইমিউন সিস্টেমের ভারসাম্য রক্ষা অনেক সহজ করে তুলেছে।

শিমন সাকাগুচি ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিউনোলজি বিভাগের অধ্যাপক। মেরি ই. ব্রুনকো সিয়াটেলের 'ইনস্টিটিউট ফর সিস্টেমস বায়োলজি'তে জিনোমিক্স ও অটো-ইমিউন ডিসঅর্ডার নিয়ে গবেষণা করেন এবং ফ্রেড র‍্যামসডেল সান ফ্রান্সিসকোর 'সোনোমা বায়োথেরাপিউটিকস্' নামক এক জীবপ্রযুক্তি সংস্থার সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার। বিশেষজ্ঞদের ধারণা তাঁদের গবেষণা অটোইমিউন ডিসঅর্ডার এবং ক্যান্সারের সম্ভাব্য চিকিৎসার পথ দেখাবে। এছাড়া এই গবেষণার ভিত্তিতে অঙ্গ প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আরও সফল ও উন্নত কর তোলা সম্ভব হবে।

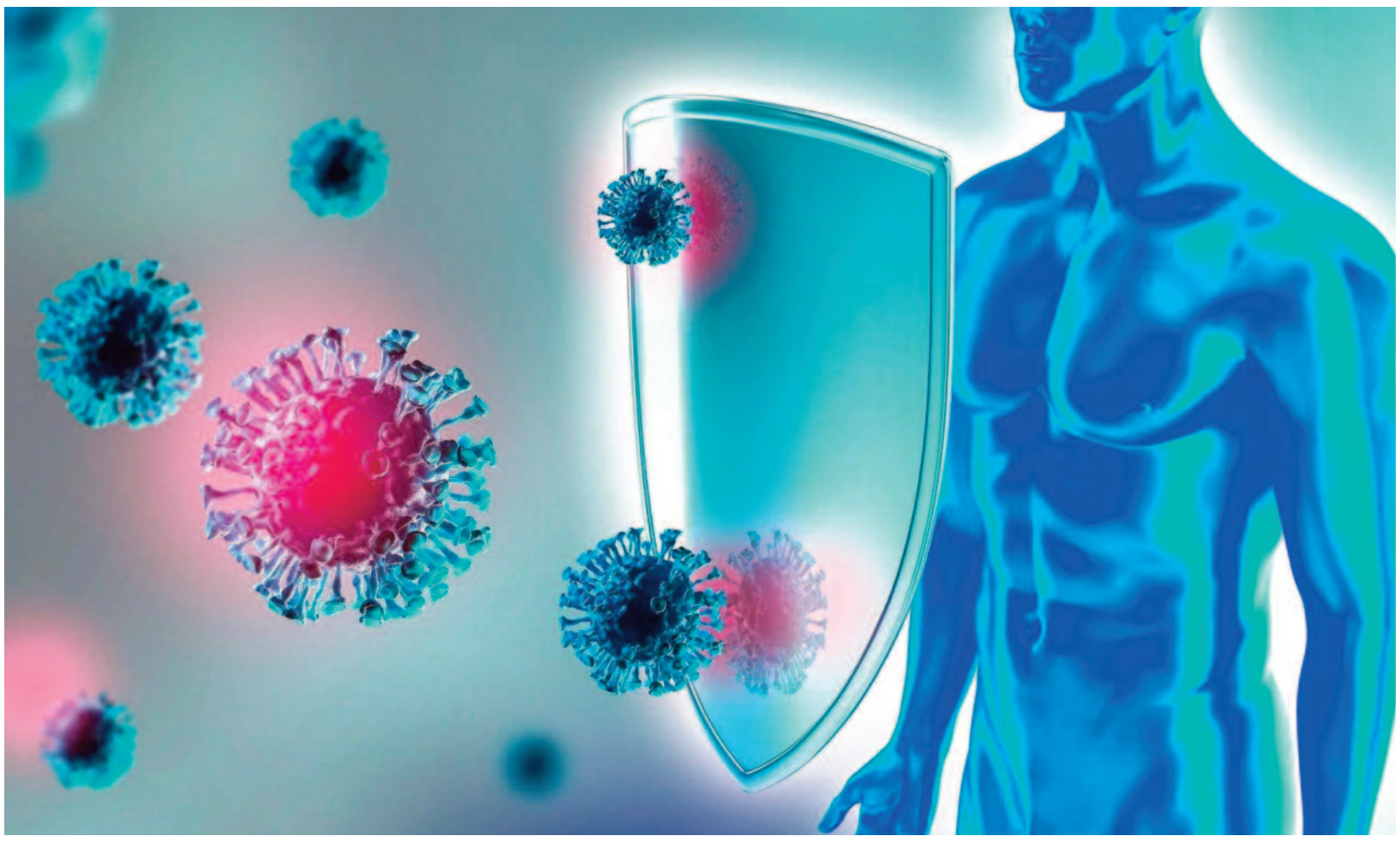

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রধানত দুই ধরণের হয়-একটি জন্মগতভাবে শরীরে থাকে অর্থাৎ সহজাত, আর অন্যটি অভিযোজিত বা অর্জিত। এই অর্জন পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের ফলে ঘটে থাকে। সহজাত ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা হল শরীরের প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা, যেটা একটি শিশুর মধ্যে জন্মের সময়কাল থেকেই থাকে। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার অস্ত্রশস্ত্রগুলি হল ত্বক, মুখ নিঃসৃত লালারসের মধ্যে থাকা এনজাইম এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ বা কিলার সেলস। অন্যদিকে অভিযোজিত অনাক্রম্যতা নির্দিষ্ট প্যাথোজেনের সংস্পর্শে আসার পর তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় শরীরে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলিকে চিহ্নিত করে ধ্বংস করে।

সুর্যনমস্কার

যোগ ব্যায়ামের এক অনবদ্য সৃষ্টি

অধ্যাপক ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

বর্তমানে সুস্থ জীবনযাপন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ভারত মুনি ঋষিদের দেশ। আমাদের দুটি মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতে বিভিন্ন মুনি ঋষিদের জীবন যাত্রার এবং তাদের বিভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের নজির পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পুরান, বেদ বা মহাকাব্যে সেই যুগে মুনি ঋষিদের জীবন যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের জীবন যাত্রা ছিলো অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ন। তারা প্রতিদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগে কিছু শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিজেদের সুস্থ এবং কর্মচঞ্চল রাখতো। তারা যে দুটি বিশেষ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিজেদের সুস্থ এবং কর্মচঞ্চল রাখতো তার অন্যতম হলো সূর্য নমস্কার এবং ষট্ ক্রিয়া । প্রাচীন ভারতীয় মুনি-ঋষিদের তৈরী বিভিন্ন যোগ ব্যায়াম দেশ বিদেশে সমাদৃত হলেও, এ ব্যপারে আমরা অনেক পিছিঁয়ে। কারণ হলো আমাদের সময় নেই। আমাদের সারাদিনে আড্ডার সময় থাকে, মোবাইলে চ্যাট করার সময় থাকে, গেম খেলার সময় থাকে, টিভি সিরিয়াল দেখার সময় থাকে, কিন্তু শুধু সময় থাকেনা আমাদের দেহের অভ্যন্তরে ঈশ্বর প্রদত্ত কোটি কোটি টাকা মূল্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্ন নেওয়ার সময়। আমরা বাহ্যিক অবয়বকে সুন্দর করার জন্য বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করি, পার্লারে যাই, তাতে কি শরীরের আভ্যন্তরিন হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, লিভার ইত্যাদি আন্তর যন্ত্রের কোনো উপকার হয় ? তার উপর বর্তমানে যে হারে ফাস্ট ফুড কিংবা জাঙ্ক ফুডে বাঙালি মজেছে তাতে বিভিন্ন রকম ভুল খাদ্যাভাস এবং কম পরিশ্রম জনিত রোগের শিকার হচ্ছে সকলে। তার থেকে বেড়িয়ে আসতে প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং নিয়মিত শরীরচর্চা।

প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম যোগ ব্যায়াম এবং ষটক্রিয়ার কথা। এখানে আলোচনা করবো তসূর্য নমস্কারদ নিয়ে। যোগ ব্যায়ামের ১২ টি ভঙ্গিমা রয়েছে সূর্য নমস্কারে। সূর্য দেবতাকে ১২ টি যোগ ব্যায়ামের ভঙ্গিমা এবং মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রণাম করা হয়। সূর্য নমস্কারের ভঙ্গিমা গুলির মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুন্দর ব্যায়াম হয়। ফলে শরীরের শারীরিক সক্ষমতার বিভিন্ন উপাদান যেমন নমনীয়তা, সহনশীলতা, পেশী-স্নায়ুর সমন্বয়, হৃদ-শ্বসনতান্ত্রিক সক্ষমতা , শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। সূর্য নমস্কার ব্যায়ামের সাথে শ্বাস গ্রহণ এবং বর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাই কোন ভঙ্গিমায় শ্বাস গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ভঙ্গিমায় শ্বাস ছাড়তে হবে, এটা অভ্যাস করা একান্ত জরুরি। প্রথমে শুরু করতে হয় নমস্কারাসন ভঙ্গিমায়(শ্বাস বর্জন)। দ্বিতীয় হস্তউথ্থাসন (শ্বাস গ্রহণ)। তৃতীয় পদহস্তাসন (শ্বাস বর্জন)। চতুর্থ এক পদ প্রসারণ বা অশ্ব সঞ্চালাসনাসন (শ্বাস গ্রহণ) । পঞ্চম দন্ডাসন (শ্বাস বর্জন) । ষষ্ঠ অষ্টবক্রাসন (শ্বাস ধরে রাখা অর্থাৎ কুম্ভক) । সপ্তম ভুজঙ্গাসন (শ্বাস গ্রহণ) । অষ্টম পর্বতাসন (শ্বাস বর্জন)। নবম এক পদ প্রসারণ বা অশ্ব সঞ্চালনাসন (শ্বাস গ্রহণ)। দশম পদহস্তাসন (শ্বাস বর্জন)। একাদশতম হস্তউত্থাসন (শ্বাস গ্রহণ) । দ্বাদশতম নমস্কারাসন (শ্বাস বর্জন)।

এইভাবে প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠার আগে নতুনদের তিনবার করে, তারপর তা বাড়াতে হবে।

সকালে আমাদের পেশী সমূহে আড়ষ্টভাব থাকে। তাই সূর্য নমস্কার শুরুর আগে কতগুলো সুক্ষ্ম (মাইক্রো) এবং কতগুলো স্থূল (ম্যাক্রো) ব্যায়াম করে পেশীর আড়ষ্টতা ভেঙ্গে তারপর সূর্য নমস্কার করতে হবে ।

যাদের সময় কম, তারা নিয়মিত এই সূর্য নমস্কারের বিভিন্ন ভঙ্গিমা গুলি সকাল বেলা অভ্যাস করতে পারেন।

সূর্য নমস্কারের উপকারিতা

১) সব বয়সের ছেলেমেয়েরা এই সূর্য নমস্কার করতে পারে।

২) দেহের সার্বিক শক্তি বৃদ্ধি ঘটে।

৩) সূর্য নমস্কারের মাধ্যমে ৯৫ থেকে ৯৭ পেশীকে সক্রিয় করা যায়।

৪) নিয়মিত সূর্য নমস্কার অনুশীলনের মাধ্যমে ত্রিদোষ অর্থাৎ বাত, কফ, পিত্ত দূর করা যায়।

৫) শ্বাস গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

৬) সূর্য নমস্কারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি ব্যয় হয়। ফলে দেহের চর্বি ঝড়ে এবং ওজন কমে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ওজন কমাতে পারে সূর্য নমস্কার।

৭) সূর্য নমস্কার তিনি থেকে পাঁচ রাউন্ড শেষ করে সাথে সাথে খাদ্য বা ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করা উচিত নয়। দেহের পেশীগুলি স্থিতিশীল হওয়ার পর খাদ্য বা ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করা উচিত।

৮) মেরুদন্ডের কশেরুকা ঘটিত কোনো সমস্যা, হৃদপিণ্ড ঘটিত কোনো সমস্যা কিংবা মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় সূর্য নমস্কার করতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক।

৯) অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে যেকোনো যোগ ব্যায়াম কিংবা প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত।

১০) পরিমানমত জল এবং পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করলে সূর্য নমস্কার বা যেকোনো ধরনের যোগ ব্যায়ামের ফল পাওয়া যাবে না।

লেখক: কেন্দ্রীয় আয়ুশ মন্ত্রকের অধীনে যোগ প্রশিক্ষক